CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-313 ■ 23 August, 2025 ■ আগরতলা ২৩ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ৬ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

"ওঁরা রেগে গেছেন"

জেলবন্দি মন্ত্রীদের অপসারণ সংক্রান্ত বিল নিয়ে বিরোধীদের বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২২ আগস্ট ।। সংবিধান সংশোধনী (১৩০তম) বিল নিয়ে বিরোধীদের প্রবল বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার কলকাতার এক জনসভা থেকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন। তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধী ইন্ডিয়া ব্লক বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের রক্ষা করতেই এই বিলের বিরোধিতা করছে। প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, আমরা এমন একটি আইন আনছি, যার ফলে কোনো প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী যদি ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে জেলে থাকেন, তবে তিনি আর নিজের পদে থাকতে পারবেন না। কিন্তু এই বিল আনতেই বিরোধীদের রোষ গিয়ে পড়েছে আমাদের উপর।

প্রধানমন্ত্রী মোদি স্পষ্টভাবে জানান, দেশে দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার সরকারের নজর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জবাবদিহির দিকে। তিনি বলেন, একজন সরকারি কর্মচারী যদি দুর্নীতির অভিযোগে ধরা পড়েন এবং ৫০ ঘণ্টার মধ্যে জামিন না পান, তাহলে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু এক জন মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রীর ক্ষেত্রে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। আমরা সেই ফাঁক বন্ধ করতে চেয়েছি।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ইঙ্গিত করে মোদি বলেন, এটা দেশের লজ্জা যে, একজন মুখ্যমন্ত্রী জেলে গিয়ে সেখান থেকেই সরকার চালাচ্ছেন। এটা চলতে পারে না। যারা দুর্নীতির অভিযোগে ধরা পড়েছে, তারা সরকারের অংশ থাকতে পারে না। মোদি এটা হতে দেবে না।

রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, টিএমসির দুই প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতি প্রিয় মল্লিক, দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পরও পদ ছাড়তে চাননি। এটা স্পষ্ট দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া। তাই আমরা কঠোর আইন আনছি, আর সেই কারণেই বিরোধীরা আতঙ্কিত। ওরা রেগে গেছে, কারণ নিজেদের গলদ ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় পাচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দেশে আজ এমন পরিস্থিতি হয়েছে, যেখানে কিছু নেতা এত নিচে নেমে গেছেন, তাঁরা জেল থেকে সরকার চালাতে চাইছেন। এই প্রবণতা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। আমরা এমন কিছু করতে চাই, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই ধরনের আইনগত ফাঁকির সুযোগ না নিতে পারে।

এই বিল নিয়ে রাজনৈতিক মেরুকরণ স্পষ্ট। বিরোধীরা যাকে গণতন্ত্র বিরোধী ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইন বলছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি তাকে ব্যাখ্যা করছেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে। রাজনৈতিক স্বার্থ ও নৈতিক দায়বদ্ধতার সংঘাতে এবার সংসদে ও রাস্তায় বড় লড়াই দেখা দিতে চলেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

এদিকে, কলকাতায় সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৫,২০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এর মধ্যে ছিল ৬ লেন বিশিষ্ট এলিভেটেড কোণা এক্সপ্রেসওয়ের শিলান্যাস ও তিনটি মেট্রো রুটের উদ্বোধন। নোয়াপাড়া ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নথি হিসাবে আধারই যথেষ্ট

ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্তির দাবি অনলাইনে গ্রহণের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট।। বিহারে চলমান স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনকে বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার আদালত জানিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নাগরিকরা আধার কার্ড অথবা নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ১১টি নথির যেকোনও একটি জমা দিয়ে ফের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, শুধু শারীরিক নয়, অনলাইনের মাধ্যমেও বাদ পড়া ভোটাররা অভিযোগ ও দাবি জমা দিতে পারবেন।

এছাড়া, বুথ লেভেল এজেন্টদের ভোটারদের সাহায্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে প্রয়োজনীয় ফর্ম এবং পরিচয়পত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজ হয়। সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, ভোটারদের জন্য গোটা প্রক্রিয়াটি বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক হতে হবে।' প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন ১৮ আগস্ট জানিয়েছিল যে বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের খসড়া প্রকাশের পর ৬৫ লাখ মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এই নিয়ে বিরোধী দলগুলি গুরুতর অভিযোগ তোলে, যে প্রকৃত ভোটারদের নাম যাচাই ছাড়াই কেটে দেওয়া হয়েছে।

আদালত জানায়, সব রাজনৈতিক দলগুলিকে এই মামলায় পক্ষভুক্ত করা হবে, এবং তাদের বুথ লেভেল এজেন্টদের আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে বলা হয়েছে। কারণ কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই এত বড় বাদ পড়ার ঘটনায় মাত্র দু''টি আপত্তি জমা পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর তরফ থেকে। সুপ্রিম কোর্ট রাজনৈতিক দলগুলির এই নিষ্ক্রিয়তায় বিস্ময় প্রকাশ করেছে এবং ভোটারদের স্বার্থে সকল পক্ষকে আরও দায়িত্ববান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

কমিশন আদালতকে আরও জানিয়েছে যে ইতিমধ্যেই বিহারে এই সংশোধনী প্রক্রিয়ায় ৮৫ হাজার নতুন ভোটার নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করেছেন। বিরোধীদের অভিযোগ, যে ১১টি নথি নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করছে, তার তালিকায় আধার নেই অথচ আধার দেশের সবচেয়ে প্রচলিত পরিচয়পত্র। এই বিষয়ে এখন সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে যে, আধার সহ যেকোনও একটি গ্রহণযোগ্য নথি দিয়েই আবেদন করা যাবে।

উল্লেখযোগ্য নির্দেশসমূহ: অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করতে হবে, আধার অথবা ১১টি নথির যেকোনও একটি গ্রহণযোগ্য, বুথ লেভেল এজেন্টদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে নির্দেশ এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে মামলায় পক্ষভুক্ত করার আদেশ। বিহারে ভোট ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে এই নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিকে, বিহারে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশনের প্রথম পর্যায়ে খসড়া ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়ার কারণে যাঁরা বিপাকে পড়েছেন, তাঁদের জন্য বড় স্বস্তির খবর। শুক্রবার, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে যে, এই শ্রেণির মানুষদের দাবিপত্র ☛৫ এর পাতায় দেখুন

২ কোটি টাকার নেশার ট্যাবলেট সহ আটক ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট।।: মাদক পাচারের বিরুদ্ধে এক বড়সড় সাফল্য অর্জন করেছে আসাম রাইফেলস। কাস্টমস দফতরের সঙ্গে যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।অভিযান চলাকালীন যৌথ বাহিনী একটি মারুতি সুজুকি ওয়াগনার গাড়ি আটক করে। যার নম্বর --- টি আর ০৪ --- এফ -০৬৯৮)। তল্লাশিতে গাড়ি থেকে মেথামফেটামিনের ২টি বড় প্যাকেট উদ্ধার হয়। তাতে মোট ২০,০০০ ট্যাবলেট উদ্ধার হয়, যার ওজন প্রায় ২ কেজি। ট্যাবলেটগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য আনুমানিক ২ কোটি টাকা।

এই অভিযানে গাড়ির চালকসহ মোট তিনজনকে আটক করা হয়েছে।উদ্ধার হওয়া মাদক ও আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী তদন্ত এবং আইনি পদক্ষেপের জন্য কাস্টমস ☛৫ এর পাতায় দেখুন

দেশীয় আধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তিতে ভারত প্রতিরক্ষায় ব্যাপক শক্তিশালী হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও গৃহমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে দেশীয় প্রযুক্তি ও আধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তিতে আমাদের প্রতিরক্ষা খাত ব্যাপকভাবে শক্তিশালী হয়েছে এবং ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার সাম্প্রতিককালে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ ও সামরিক অভিযানে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ আসাম রাইফেলস ময়দানে এই বাহিনীর উদ্যোগে একটি ড্রোন শো এবং প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, অপারেশন সিন্দুর ইতিমধ্যে পুরো বিশ্বকে দেখিয়েছে, ভারত কতটা সুরক্ষিত। আক্রমণের মাত্র ২৪---২৫ মিনিটেই পাকিস্তানের ১১টি সন্ত্রাসী শিবির ধ্বংস করা হয়েছিল। ছাড়া দেশের সাথে ত্রিপুরাকেও এখন প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে, কারণ ভবিষ্যতের যুদ্ধগুলো প্রযুক্তিনির্ভর হবে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আসাম রাইফেলস ময়দানে ড্রোন শো পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ বিকেলে আসাম রাইফেলস ময়দানে ড্রোন শো পরিদর্শন করেন। সেখানে রাজ্যপাল ২১ সেক্টর আসাম রাইফেলস এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট।। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে ত্রিপুরা বিধানসভার নতুন অধিবেশন। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানান রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, বিধানসভার ☛৫ এর পাতায় দেখুন

দেশের মুখ পুড়িয়ে বিজিবি জওয়ান ফিরলেন বাংলাদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট।। কার্যত নাকে খত দিয়ে বেআইনীভাবে ভারতের প্রবেশের দায়ে আটক জওয়ানকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেল বিজিবি। ভারত-বাংলা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের খাতিরে তাঁকে দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নবীন ও প্রবীণ ছাত্রদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত

বিবিএমসি কলেজ চত্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট।। বিবিএমসি কলেজের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গোল্ডেন জুবিলি অনুষ্ঠানের দিনই প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা কলেজ চত্বর।

ঘটনার বিবরণে আক্রান্ত তন্ময় ঘোষ অভিযোগ করেন, গতকাল রাতে মদ্যপ অবস্থায় কলেজের প্রাক্তন তিন ছাত্ররোহন পাল, কুনাল হরিজন এবং আদিত্য দেবমিলিতভাবে বর্তমান এবিভিপি ছাত্র সংসদের সভাপতি তন্ময় ঘোষের উপর হামলা চালায়। হঠাৎ এলোপাথাড়ি আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত হন তন্ময় ঘোষ। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে আগরতলার জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোল্ডেন জুবিলি উৎসবের আনন্দ মুহূর্তে আতঙ্কে পরিণত হয়। কলেজ প্রাঙ্গণে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবিভিপি-র রাজ্য সম্পাদক সহ ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বরা।

এদিকে ঘটনার পর কলেজের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। উৎসবের আবহে এমন রক্তাক্ত সংঘর্ষে অভিভাবকদের মধ্যেও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি ঘটনায়। বর্তমানে গোটা কলেজ চত্বরে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

নাবালিকা গণ ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। ১৬ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে দুই যুবককে আটক করছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার অন্তর্গত উদয়পুর রেল স্টেশন এলাকায়।

সংবাদে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আনুমানিক সাতটা নাগাদ মিঠুন দেবনাথ(২৪), বুয়ার দেববর্মা(২৪) বাড়ি সিপাহীজলা জেলার মোহনভোগ এলাকার বাসিন্দা এক নাবালিকা কন্যাকে টিআর০৭-৩৫৪৫ ওয়াগনার গাড়ি করে উদয়পুর রেল স্টেশন নিয়ে যায় এবং রেলস্টেশনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতেই নাবালিকা মেয়েকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ মোহনভোগ যাওয়ার পথে কাকরাবন থানার নাকা পয়েন্টে চেকিং করার সময় ওয়েগনার গাড়ি সহ দুই যুবক ও এক নাবালিকা মেয়েকে আটক করে। নাবালিকা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পুলিশ জানতে পারে ঘটনাটি। পরবর্তী সময় রাধাকিশোর পুর মহিলা থানায় খবর দেওয়া হয়।

শুক্রবার নাবালিকা মেয়েটি এই ঘটনাটি তার পরিবারের জানালে তারা ওই দুই যুবকের বিরুদ্ধে উদয়পুর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যের রাবার শিল্প ধ্বংসের পথে ঃ মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট।।: বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের রাবার শিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আজ রাবার শিল্প রক্ষা, শ্রমিকদের কাজ ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ত্রিপুরা রাবার শ্রমিক ইউনিয়ন(সিআইটিইউ) — এর আন্দোলনে একথা বলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে।

ত্রিপুরায় রাবার শিল্প রক্ষার দাবিতে জোরালো আন্দোলনে নামল ত্রিপুরা রাবার শ্রমিক ইউনিয়ন (সিআইটিইউ)। আজ আগরতলা উত্তর গেট সংলগ্ন এলাকা থেকে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সার্কিট হাউস এলাকায় পৌঁছায়। সেখানেই এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

এদিনের এই প্রতিবাদ সভা থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাবার শিল্প ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। রাবার শিল্পকে ভেঙে পড়া থেকে রক্ষা করতে হবে, শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে এবং ন্যায্য মজুরি বৃদ্ধি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। সংগঠনের নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে রাবার শিল্পে বিনিয়োগ ও সরকারি উদ্যোগের অভাবে শ্রমিকরা চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। একদিকে কাঁচা রাবারের দাম কমে যাওয়ায় উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছেন প্রাপ্য ন্যায্য মজুরি থেকে। আজকের সভায় ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ভোট চুরি ইস্যুতে উদয়পুরে কংগ্রেসের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। শুক্রবার উদয়পুর শহরে গোমতী জেলা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে এক মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস দলের সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার বিকেলে গোমতী জেলার সদর মহকুমা উদয়পুর জামতলা কংগ্রেস ভবন থেকে "ভোট চোর, গদি চোর" এই দাবিতে গোমতী জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে এক মিছিল বের হয়। মিছিলটি সেন্ট্রাল রোড, নিউ টাউন রোড ঘুরে পুনরায় জামতলায় এসে শেষ হয়।

সেখানে গোমতী জেলা কংগ্রেস সভাপতি টিটন পালের সভাপতিত্বে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনের আগে শরিক দলে চাপানোত্তর

সংবিধান সংশোধনী কার্যকর নিয়ে নাম না করে প্রদ্যোতের কটাক্ষের জবাব বিকাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগষ্ট।। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সাম্প্রতিক মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে নাম না করেই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনও এবিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করেছেন। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

তিনি বলেন, "মথা সুপ্রিমো কোথাও আমার নাম উল্লেখ করেননি। তিনি আমাকে নিয়ে সরাসরি কিছু বলেননি।" তবে নিজের বক্তব্য থেকে পুরোপুরি সরে আসেননি মন্ত্রী। তিনি জানান, দিল্লিতে তাঁদের মূল বৈঠক হয়েছে আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। এডিসি এলাকায় বিজেপি যথেষ্ট শক্তিশালী বলেও দাবি করেন তিনি।

তাঁর কথায়, বিজেপির সঙ্গে জোটে রয়েছে তিপ্রা মথা। তাই একে অপরে মিলিতভাবেই কাজ করবেন। বাকি সবটাই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্থির করবেন।

উল্লেখ্য, দিল্লিতে জনজাতি মোর্চার নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বৈঠক শেষে বুধবার রাজ্যে ফিরে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমকে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানিয়েছিলেন, "এডিসিতে দল ক্ষমতায় এলে ১২৫তম ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা২৩আগস্ট,২০২৫ইং
৬ভাদ্র,শনিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ট্রাম্পকে চিন্তায় ফেলিয়া পুতিনের দেশকে আহ্বান

রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে ভারত। দু দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে উভয় দেশ আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হইতে চায়। ভারতের তরফে বিষয়টি রাশিয়াকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়া এ বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দিয়াছে। স্বভাবতই রাশিয়া এবং ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাবনা প্রবল হইতেছে। ফলশ্রুতিতে ট্রাম্পের দেশ চিন্তায় পড়িয়াছে। রাশিয়া এবং ভারত উভয় দেশই আমেরিকাকে কোনঠাসা করিবার লক্ষ্যে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা নিয়া আলোচনার মাঝেই ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়াছেন। রুশ সংস্থাগুলিকে তাদের ভারতীয় অংশীদারদের সঙ্গে 'আরও নিবিড়ভাবে' কাজ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং "মেক ইন ইন্ডিয়া"-এর মতো উদ্যোগগুলি বিদেশি ব্যবসার জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করিয়াছে। এই দিকগুলি রুশ সংস্থাগুলির জন্য আরও বেশি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করিবে।৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি জিডিপি এবং ৭ু হারে ক্রমবর্ধমান ভারতের জন্য নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে বড় আকারের সংস্থান প্রয়োজন। কিছু ক্ষেত্রে, এটি প্রয়োজনীয় পণ্য, সার, রাসায়নিক এবং যন্ত্রপাতির নিশ্চিত সরবরাহ হইতে পারে। এর দ্রুত বর্ধনশীল পরিকাঠামো নিজ দেশে প্রতিষ্ঠিত ট্র্যাক রেকর্ড সহ উদ্যোগগুলির জন্য ব্যবসার সুযোগ তৈরি করে। "মেক ইন ইন্ডিয়া" এবং অন্যান্য উদ্যোগ বিদেশি ব্যবসার জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করিয়াছে। ভারতের আধুনিকীকরণ এবং শহরগুলিতে জিনিসপত্র কিনিবার ধরন ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনে নিজস্ব চাহিদা তৈরি করিতেছে। এই প্রতিটি বিষয় রুশ সংস্থাগুলির জন্য তাহাদের ভারতীয় অংশীদারদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাইতেছে। আমাদের প্রচেষ্টা হইল তাহাদের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উৎসাহিত করা। ভারত ও রাশিয়া প্রধান দেশগুলির মধ্যে অন্যতম স্থিতিশীল সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে। তিনি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৈচিত্র্যকরণ এবং ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য আরও 'কঠোর প্রচেষ্টা'-এর ওপর জোর দেন।ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে স্থিতিশীল সম্পর্ক এখন সর্বজনস্বীকৃত। তবে, এটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সহযোগিতায় রূপান্তরিত হয়নি। জয়শঙ্করের মতে, আমাদের বাণিজ্য সীমিত ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি বাড়িলেও, বাণিজ্য ঘাটতিও বাড়িয়াছে। বাণিজ্য বৈচিত্র্যকরণ এবং ভারসাম্যের জন্য এখন আমাদের পক্ষ থেকে আরও কঠোর প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

জয়শঙ্কর বৃদ্ধি ও উন্নয়নে গতি আনতে গভীর সহযোগিতার আহ্বান জানান এবং ভারত আরও বিনিয়োগ, যৌথ উদ্যোগ ও অন্যান্য ধরনের সহযোগিতার কথা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত বলিয়া জানান। তিনি বলেন, "এটা স্পষ্ট যে ভারত ও রাশিয়া একে অপরের জন্য অনেক কিছু করিতে পারে, বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দ্রুত উন্নয়নে। সরকার হিসেবে আমরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য নির্দেশনা ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করিতে চাই।

বিহারে ৫০ হাজার চাকরি দেওয়ার ঘোষণা, আগামী ৫ বছরে এক কোটি যুবকের জন্য কর্মসংস্থানের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের

পাটনা, ২২ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার শুক্রবার একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করলেন। বোধগয়ায় জনসভা থেকে তিনি জানালেন, আসন্ন নির্বাচনের আগেই ৫০ হাজার চাকরি দেওয়া হবে এবং আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি যুবক-যুবতীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এনডিএ সরকার।

নীতীশ কুমার বলেন,নির্বাচনের আগে ৫০ হাজার চাকরি দেব। পরবর্তী পাঁচ বছরে এক কোটি যুবকের চাকরি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব। আমরা সবসময় কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করেছি, অন্যরা (আরজেডি) কিছুই করেনি।'

তিনি জানান, রাজ্যে সামাজিক সুরক্ষা ভাতা মাসে ৪০০ থেকে বাড়িয়ে ১১০০ করা হয়েছে, যা প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের জন্য সহায়ক হবে বলে তাঁর দাবি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সমাজের সমস্ত শ্রেণির নারী, সংখ্যালঘু ও দরিদ্র জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করছি।"

বিহারের অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা করে তিনি বলেন, "আগে বিহারের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কেউ মহিলাদের বা মুসলিমদের জন্য কিছু করেনি। কিন্তু আমরা সবার জন্য কাজ করেছি।" তিনি আরও জানান, ২০১৮ সালের মধ্যেই বিহারের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে রাজ্যের বাসিন্দারা প্রতি মাসে ১২৫ ইউনিট করে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ধর্মীয় ও পরিকাঠামো খাতে সরকারের অবদান তুলে ধরে জানান, গয়ার নাম পরিবর্তন করে 'গয়া জি' রাখার সিদ্ধান্ত -এর প্রতি সম্মান জানিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ফাল্গু নদীর উপর রাবার ড্যাম ও সেতু নির্মাণ, বোধগয়ায় আধুনিক অতিথিশালা এবং অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে বিহারের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসের আয়োজন বিহারে হওয়াও এক বড় সম্মান। প্রধানমন্ত্রী মোদী বিহারের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সমর্থন আমরা পাচ্ছি।"

মঞ্চে উপস্থিত কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগমন্ত্রী ও স্থানীয় সাংসদ জিতন রাম মানঝি বিরোধীদের নিশানা করে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদী বিহারের জন্য যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, তা বিশেষ রাজ্যের মর্যাদার দাবিদারদের মুখে এক চপেটাঘাত।"

এদিন জনসভায় আসার আগে প্রধানমন্ত্রী মোদী, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী ও বিজয় সিংহার সঙ্গে একটি খোলা জিপে বোধগয়ার রাস্তায় রোড শো করেন। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ তাঁদের স্বাগত জানান ও অভিবাদন জানান।

বিপন্ন নারী সমাজ

কবিতা মুখোপাধ্যায়

বন্ধু এই দুটি মাত্র শব্দের যে দ্যেতনা তার খুব সুন্দর একটা সংজ্ঞা রয়েছে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান ভাণ্ডারে -'উৎসবে ব্যসনেচৈব দুর্ভিক্ষে শত্রু বিগ্রহে। রাজদ্বারে শ্মশানে যঃ তিষ্ঠতি ম বান্ধবঃ'

বাংলা করলে দাঁড়ায় রাজদ্বারে শ্মশানে যে সহায় হয়, দুর্ভিক্ষে বিপদে উৎসবে যে সহায় হয়, সেই হল প্রকৃত বন্ধু। বাংলায় একটা সুন্দর কথা আছে "সপ্তপদী"। তবে বাস্তবে আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বহলে। যারা আমরা একসঙ্গে লেখাপড়া করি বা চাকরি করি, তারা সবাই পরস্পরকে বন্ধু বলেই সম্বোধন করি। খুব সহজেই বলি "ও আমার বন্ধু" বা "ওরা আমার বন্ধু"। কিন্তু "বন্ধু" বা "সখা" কথাটার গভীরতা কিন্তু সমুদ্রের মতো গভীর, যার পরিমাপ করা যায় না। এক কথায় "বন্ধু"-র কোনও বিকল্প নেই। কোনও সম্পর্কই প্রকৃত "বন্ধু"-র তুল্য নয়। তবে সখার বিপরীত শব্দ যদি হয় "সখী" তবে সে শব্দের গভীরতা খুব একটা নাড়া দেয় না। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব কিছু ভাবনা আছে, যা হয়তো সর্বজনে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

যাই হোক, বলছিলাম নিজস্ব অনুভূতি বা বলা ভালো ভাবনা যে, সারা জীবন অপেক্ষা করলেও বন্ধু মেলা ভার। যাদের জীবনে মেলে তাদের মতো ভাগ্যবান এবং সুখী মানুষ প্রায় বিরল। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, যাহা নেই ভারতে, তাহা নেই ভারতে। ভাব সম্প্রসারণ করলে দাঁড়ায় যে জিনিস বা বিষয় মহাভারতে নেই, তা নেই ভারতবর্ষে। আর এই মহাভারত থেকেই আমি 'বন্ধু'র দুটি সুন্দর উদাহরণ পেয়েছি। বিষয়টা সকলেরই জানা তবু উল্লেখ করছি- এক, কৃষ্ণ-সুদামা এবং কৃষ্ণ- দ্রৌপদীর মধ্যে যে বিস্ময়কর বন্ধুত্ব তার বুঝি অন্য উদাহরণ নেই, যে বন্ধুত্বে নেই কোনও চাওয়া-পাওয়া বা স্বার্থ বোধ। শুধু ছিল পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মনে প্রশ্ন আসে বন্ধু এবং সহপাঠী বা সহকর্মী কি একই পর্যায়ের? নিশ্চয় না। তবে সহমর্মী, সহপাঠী, সহকর্মী এই শব্দবন্ধের মধ্যেও রয়েছে অনেক ভালোবাসা, বিশ্বাস, সর্বোপরি বিপদ-সম্পদে পাশে থাকার ভরসা। এ বিষয়ে আমরা জীবনের দুটি অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি, যা আমার এই প্রতিবেদনের মূল ভাবনাটাকে কিছুটা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে।

তখন আমি একান্তই নাবালিকা। বাবার অফিস সূত্রে পরিচয় হল মাধবী (নামটা পরিবর্তিত) পিসির সঙ্গে। উনি "মুখ্য সেবিকা" ছিলেন। তখন ব্লকে ব্লকে নিযুক্ত থাকতেন গ্রাম সেবিকারা আর ওঁদের উপরে মুখ্যসেবিকা। এই সব মহিলা কর্মীরা কিন্তু বেশ দক্ষ হতেন নাচে-গানে-হাতের নানা কাজে। এঁদের কাজ ছিল গ্রামে গ্রামে গিয়ে মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, নানাভাবে তাদের উন্নয়নে সাহায্য করা। আমরা ভাইবোনরা বাবার এই মহিলা সহকর্মীদের পিসিমা বলে ডাকতাম। এমনই একজন পিসিমা ছিলেন মাধবী পিসিমা (ওনার পদবি ছিল দত্ত)। ওনার স্বামী নৌ-বাহিনীতে চাকরি করতেন। মাধবী পিসি অফিস সংলগ্ন এলাকায় একাই থাকতেন। মা'কে বৌদি বলে ডাকতেন এবং প্রায়ই ছুটির দিন আমাদের বাড়িতে আসতেন। সারাদিন থাকতেন, খাওয়া-দাওয়া করতেন। আমাদের ভাই-বোনদের খুব স্নেহ করতেন। এই সব মহিলা কর্মীদের গ্রামেগঞ্জে যেতে হত হয় পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে। প্রত্যন্ত কোনও গ্রামে গেলে ওনারা ভরসা করতেন নিজেদের অফিসের সহকর্মীদের উপরেই। দেখেছি আমাদের মাধবী পিসি বাবার সঙ্গেই গ্রামে যেতে খুব ভরসা করতেন। ব্যতিক্রম কোনও ঘটনা ছাড়া, মহিলা কর্মীরা কিন্তু ভরসা রাখতেন তাদের সহকর্মীদের উপরেই এবং সেই ভরসার মর্যাদাও রাখতেন পুরুষ সহকর্মীরা। এবার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের কথা শোনাই। যাঁরা বর্ধমান বিশ্ববি-দ্যালয়ের পাঠকেন্দ্র "গোলাপবাগ" ক্যাম্পাসে গেছেন তাঁরা জানেন, বর্ধমান রাজাদের তৈরি এই প্রমোদ কাননটির সৌন্দর্য অসাধারণ। শহর বর্ধমানের বুকে এক অদ্ভুত নির্জনতা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে। ১৯৬০ থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চলা শুরু, আর রাজাদের দেওয়া এই কাননটি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন কেন্দ্র। তবে আমাদের সময়কালের মতো নির্জনতা আজ আর সেভাবে নেই। কেননা এখন রাজাদের বনে গড়ে উঠেছে চিড়িয়াখানা, প্ল্যানেটোরি- য়াম, সায়েন্স মিউজিয়াম- বেশ জমজমাট পরিবেশ। তবে সে সময় ছিল খুবই নির্জন। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস যখন তখন বন্ধ হত না, সাধারণত ৪টে পর্যন্তই ক্লাস হত সব বিভাগেই। সুতরাং আমাদের একা একা চলাফেরা করতে হত না। তবে কোনও দিন যদি আমাদের বিভাগের আগে ক্লাস শেষ হয়ে যেত, সেদিন বিভাগের সহপাঠী ছাত্ররা যারা অধিকাংশই থাকত হোস্টেলে, তারা কিন্তু ক্লাসের একমাত্র ছাত্রীটিকে একা ওই নির্জন রাস্তায় দুপুরে বাস ধরতে যেতে দিত না। আমার কোনও অনুরোধ ছাড়াই নিজেদের দায়িত্ববোধে দল বেঁধে আসত বাসস্ট্যান্ডে আমাকে বাসে তুলে দিতে। আর এই পারস্পরিক মর্যাদা বোধে একাকী দুটো বছর সুন্দরভাবে কেটে গেছে যে সে কথা ভাবলে আজ এ সময়ে দাঁড়িয়ে বড় বিস্ময় লাগে। এই গল্প দুটো বলার পিছনে একটা ভাবনাই কাজ করছে। আসলে একটা বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে ভিতর থেকে একটা কথা "সহ" এই শব্দ দুটি কি হারিয়ে ফেলছে তার তাৎপর্য? কেন স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্মস্থলে মেয়েরা লাঞ্ছিত হচ্ছে কখনও ছাত্রদের হাতে, কখনও শিক্ষকদের হাতে, কখনও সহকর্মী বা বসের হাতে? এই কেনর উত্তর খুঁজে চলেছি। তবে একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, এই প্রশ্নের কোনও একটা উত্তর নেই। এর পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ। আর এই কারণগুলোর পিছনে সবচাইতে বড় বিষয় হল সামাজিক অবক্ষয় যার সূচনাকাল ছিল যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া। নানা প্রয়োজনে, তৈরি হয় অণু পরিবার। যে অণু পরিবারগুলি পারেনি শিশুমন বিকাশে যথযথ ভূমিকা পালনে। যৌথ পরিবারের হাজার আটটা অসুবিধা ছিল, কিন্তু ছিল একটা বড় ছত্রচ্ছায়া, যেটি পরিবারের গণ্ডি ছড়িয়ে বিস্তারিত ছিল সমাজে। সেটি আমরা হারিয়েছি। দ্বিতীয় যেটি ভাষা ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে, সেটি হল স্মার্ট ফোন। অণু পরিবারের নির্জনতার মাঝে নাবালক ছেলেমেয়েদের তথাকথিত বন্ধু হয়ে উঠেছে এই স্মার্ট ফোন। অবশ্যই এই ফোন আমাদের নিত্য দিনের জীবনযাত্রাকে অনেক সহজ করেছে। পাশাপাশি, অনেক বিকৃত তথ্য, অশালীন ছবি (নানা ইউটিউব চ্যানেলে) নাবালক চেতনায় বিশাল প্রভাব বিস্তার করে চলেছে ছেলেমেয়ে উভয়ের মনের উপর। আমাদের ছাত্রজীবনে মেলামেশার মধ্যে ছিল একটা আড়াল, একটা শালীনতাবোধ এবং পরস্পরের প্রতি একটা মর্যাদা বোধ। যে আড়াল আজ আর কোনও ক্ষেত্রেই নেই, নেই সহপাঠী, সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদা বোধ। অবশ্য হয়তো একথা গুলিকে এভাবে জেনারালাইসকরা সঠিক সিদ্ধান্ত নয়, তবে সমস্যাটা যে ছত্রাকের মতো ছড়িয়ে পড়ছে শহর থেকে গ্রামে, সেটা আর অস্বীকার করার নয়। উন্মুক্ত ও বাধাহীন মেলামেশা ঘটিয়ে চলেছে নানা ঘটনা প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত যে লজ্জা ঢাকার জায়গা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। অবস্থাটা কোন জায়গায় নেমেছে যে একজন নাবালক ছেলে মাত্র পাঁচ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, কেন এই ভাবনা ছেলেটির মনে আসে।

> বিজ্ঞাপনে, চলচ্চিত্রে, ইউটিউবে এক শ্রেণির নারী নিজেদেরকে যেভাবে বে-আব্রু করে অশালীন অঙ্গ-ভঙ্গি করে চলেছেন, তাঁরা কি একবারও ভেবে দেখেন পরোক্ষে তাঁরা মেয়েদের জীবনে কতটা সংকট বয়ে আনছেন? আসলে যে জগতেই কাজ করি না কেন, প্রয়োজন শালীনতা ও মর্যাদা বোধের আড়াল, তবেই সম্ভব অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহত করা।

তবে এই সব ঘটে যাওয়া ন্যক্কারজনক ঘটনার দায় এ সময়ে দাঁড়িয়ে কোনও একপক্ষকে দেওয়াও কিন্তু ঠিক ভাবনা নয়। যদিও জানি আমার কথা বা ভাবনা ভীষণভাবে সমালোচিত হবে কিন্তু সমস্যার কেন্দ্রে যেতে গেলে এ অবস্থাগুলিকে আড়াল করে চলা যাবে না। এ বিষয়ে তিনটি নাবালিকা অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ের "গল্পের" বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমি মেয়ে তিনটিকে চিনি। ওরা স্থানীয় মেয়েদের স্কুলে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। ওদের বক্তব্য, "কন্যাশ্রী"র টাকাটা কবে নাগাদ পাবে? পেলে ওদের পরিকল্পনা একটা করে স্মার্ট ফোন কেনা। ওই ২৫ হাজার টাকায়, অন্য একটি মেয়ের বক্তব্য সে কিনপে "আই-ফোন"। যার দাম ৫০ হাজার টাকা, ওর ভাবনা ২৫ হাজার টাকা সে তার বয় ফ্রেন্ডের কাছ থেকে ম্যানেজ করবে। এই কথাগুলি কানে যেতেই আমার একই সঙ্গে লজ্জা বোধ এবং বেদনা বোধ হল সেই মানুষটির জন্য যিনি সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন নারীশিক্ষা প্রদানের জন্য, ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে নিয়ে আসতে নারী সমাজকে। বহু বাধা অতিক্রম করে গৃহবন্দী নারী এগিয়ে এসেছে সমাজের বিজয় কেতন ওড়াবার জন্য আর আজকের মেয়েরা সরকারি সাহায্যে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগের পরিবর্তে ভাবছে কী ভাবে তাদের শিক্ষার জন্য দেওয়া টাকা দিয়ে কিনবে আই ফোন বা অন্য কিছু। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, ছিল এবং থাকবেও। কিন্তু এটা যদি একটা বিরাট সংখ্যক মেয়েদের মনের প্রতিচ্ছবি হয়, তবে ভাববার সুযোগ থেকেই যায়।

এবার আরও একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, আমার এক প্রতিবেশী আদিবাসী মেয়ে, মাত্র ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। সেই নাবালিকা এরই মধ্যে বার পাঁচেক গৃহত্যাগ করে অন্য ছেলের বাড়িতে গিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও বসবাস করে এসেছে, এবং মেয়েটির পরিবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। প্রশ্নটা হল যদি এক্ষেত্রে কোনও ঘটনা ঘটে যেত তার দায় ঠিক কার? আসলে বলার বিষয় একটাই, প্রগতির নামে, স্বাধীনতার নামে, প্রশাসনিক নানা সীমাবদ্ধতার কারণে ঘটে চলেছে নারী লাঞ্ছনা যে কোনও বয়সের নারীর ক্ষেত্রেই। প্রাসঙ্গিক এ কথাটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিজ্ঞাপনে, চলচ্চিত্রে, ইউটিউবে এক শ্রেণির নারী নিজেদেরকে যেভাবে বে-আব্রু করে অশালীন অঙ্গ-ভঙ্গি করে চলেছেন, তাঁরা কি একবারও ভেবে দেখেন পরোক্ষে তাঁরা মেয়েদের জীবনে কতটা সংকট বয়ে আনছেন? আসলে যে জগতেই কাজ করি না কেন, প্রয়োজন শালীনতা ও মর্যাদা বোধের আড়াল, তবেই সম্ভব অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহত করা। সহকর্মী, সহপাঠী, সহঅভিনেতা- প্রয়োজন পারস্পরিক আস্থা মর্যাদাবোধ। এটুকু দরকার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বনভূমি কোন ১০ টি দেশে

রাশিয়াঃ- রাশিয়ায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে। দেশটিতে ৮১ কোটি ৪৮ লাখ ৪৮ হাজার ৪৬০ হেক্টর বনভূমি রয়েছে। বিশ্বের মোট বনভূমির ২০ দশমিক ৪১ শতাংশই রাশিয়ায়। পৃথিবীর মোট আবাসযোগ্য জমির আট ভাগের এক ভাগ পড়েছে রাশিয়ায়। আয়তনের বিশালত্বের কারণে দেশটি নয়টি সময় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দেশটির বনভূমির বড় অংশ রয়েছে ফার ইস্টার্ন ফেডারেল অঞ্চলে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে সাইবেরিয়ান ফেডারেল অঞ্চল। এসব এলাকার বেশির ভাগ গাছই লার্চ, পাইন ও স্প্রুস জাতের।

ব্রাজিল ঃ- রাশিয়ার পরই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বনভূমির দেশ ব্রাজিল। লাতিন আমেরিকার এ দেশে ৪৯ কোটি ১৫ লাখ ৫৭ হাজার হেক্টর বনভূমি আছে। ২০২২ সালে দক্ষিণ আমেরিকার এ দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৯ কোটি ৪০ লাখ হেক্টর। চিরহরিৎ আমাজন বনের প্রায় ৬২ শতাংশ ব্রাজিলে অবস্থিত। আমাজনকে অনেকে 'পৃথিবীর ফুসফুস' বলে থাকেন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাজনে বন উজাড় একটি মারাত্মক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। অবৈধভাবে গাছ কাটা ও অগ্নিকাণ্ডের কারণে বন ধ্বংস বেড়েছে। ২০২৩ সালেই ব্রাজিলে আমাজনের প্রায় আট হাজার বর্গকিলোমিটার বনভূমি ধ্বংস হয়েছে।

কানাডা ঃ- বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বনভূমির দেশ কানাডা। দেশটির মোট বনভূমির পরিমাণ ৩৪ কোটি ৬৯ লাখ ৭৫ হাজার ৮০০ হেক্টর। কানাডার বনশিল্প দেশটির মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২০২১ সালে কানাডায় বনশিল্পের নমিনাল জিডিপি ছিল ৩৪০ কোটি কানাডিয়ান ডলার। এর মধ্যে শুধু কাঠজাত পণ্য উৎপাদন খাত থেকেই এসেছে প্রায় ১৯০ কোটি ৮০ লাখ ডলার। কানাডার বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় সবচেয়ে বড় বন ও গাছ কাটা শিল্পকেন্দ্র আছে। এর পরে কুইবেক ও অন্টারিওতে।

যুক্তরাষ্ট্র ঃ-বনভূমির দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান চতুর্থ। দেশটিতে ৩১ কোটি ৬ লাখ ৪৫ হাজার হেক্টর বনভূমি রয়েছে। এ বিশাল বনভূমি যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য ও বনসম্পদভিত্তিক অর্থনীতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের মেইন অঙ্গরাজ্য সবচেয়ে ঘন বনভূমি আচ্ছাদিত রাজ্য। এ অঙ্গরাজ্যের মোট ১ কোটি ৯০ লাখ একর জমির মধ্যে ১ কোটি ৭০ লাখ একরজুড়েই বনভূমি, যা রাজ্যের মোট বনভূমির প্রায় ৮৯ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের মোট বনভূমির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই টিম্বারল্যান্ড। এ বনভূমি থেকে শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী কাঠ উৎপাদিত হয়। তবে এমন বনভূমির অধিকাংশই ব্যক্তিমালিকানাধীন।

চিন ঃ- যুক্তরাষ্ট্রের পরের অবস্থানে রয়েছে চিন। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বনভূমি আছে চিনে। দেশটিতে বনভূমির পরিমাণ ২১ কোটি ১৪ লাখ ৫ হাজার ৭০০ হেক্টর, যা বিশ্বের মোট বনভূমির ৫ দশমিক ৩০ শতাংশ। ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চিনের বনভূমির বড় অংশ ইনার মঙ্গোলিয়ায়। অপর দিকে গুয়াংজি প্রদেশে সবচেয়ে বেশি কাঠ উৎপন্ন হয়। ২০২৪ সালে চিন প্রায় ৪৫ লাখ হেক্টর জমিতে বৃক্ষ রোপণ করেছে। ফলে দেশটিতে মোট বনভূমির আচ্ছাদন ২৫ শতাংশের বেশি হয়েছে। দেশটি এখন পর্যন্ত মোট ৭৭ কোটি ৩০ লাখ হেক্টর এলাকায় বনায়ন করেছে, যা বৈশ্বিকভাবে সবচেয়ে বেশি সবুজায়ন বৃদ্ধির রেকর্ড।

কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আফ্রিকার দেশ কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা ডিআরসির বনভূমির পরিমাণ কোটি ১৯ লাখ ৫৫ হাজার ২০০ হেক্টর। যার প্রায় সবটাই কঙ্গো নদীর অববাহিকায় অবস্থিতবিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চিরহরিৎ বনভূমি অঞ্চল।

কঙ্গো অববাহিকা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অক্ষত ক্রান্তীয় বনভূমির আবাসস্থল। এ বনভূমি শুধু জীববৈচিত্র্যের জন্যই নয়; বরং বৈশ্বিক কার্বন শোষণের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে অঞ্চলটি বর্তমানে হুমকির মুখে রয়েছে। সড়ক নির্মাণ, মানুষের আনাগোনা ও জলবায়ু পরিবর্তন এর জন্য দায়ী।

অস্ট্রেলিয়া ঃ- বিশ্বে বনভূমির দিক থেকে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বের মোট বনভূমির প্রায় ৩ শতাংশ অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়ার বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে প্রায় ১৩ কোটি ৩৬ লাখ হেক্টর বনভূমি রয়েছে, যা দেশের মোট ভূমির ১৭ শতাংশ। ২০২১ সালের হিসাবে বনভূমির মধ্যে ১৩ কোটি ১৫ লাখ হেক্টর প্রাকৃতিক বন। ১০ লাখ ৮২ হাজার হেক্টর বাণিজ্যিক বনায়ন। ২ লাখ ৪ হাজার হেক্টর অন্যান্য বনভূমি। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড রাজ্যে সবচেয়ে বড় বনভূমি রয়েছে। যার পরিমাণ ৫ কোটি ১৮ লাখ হেক্টর। অস্ট্রেলিয়ার মোট বনভূমির ৩৯ শতাংশই এ রাজ্যে। এরপর নর্দার্ন টেরিটরি। এর আয়তন ২ কোটি ৩৩ লাখ হেক্টর।

ইন্দোনেশিয়া ঃ-বিশ্বে বনভূমির দিক থেকে এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান অষ্টম। দেশটির বনভূমির আয়তন ৮ কোটি ৯৬ লাখ ৪১ হাজার ২০০ হেক্টর। মোট ভূখণ্ডের ৬৩ শতাংশ এলাকাকে রাষ্ট্রীয় বনভূমি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের বন আইন অনুযায়ী, দেশটির বনভূমিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো উৎপাদন বন, সুরক্ষা বন ও সংরক্ষিত বন। মূলত আইনি উদ্দেশ্যে বনভূমির ব্যবহার করতে এই শ্রণিবিভাগ করা হয়েছে। পেরু ঃ- বনভূমির দিক থেকে লাতিন আমেরিকার দেশ পেরু নবম অবস্থানে আছে। দেশটিতে মোট বনভূমির পরিমাণ ৭ কোটি ৩৬ লাখ ৩৭ হাজার ৮০০ হেক্টর। পেরু বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ক্রান্তীয় বনভূমির দেশ। বিশ্বের সবচেয়ে জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশগুলোর একটি পেরুর বনভূমি। বিশ্বের প্রায় এক-দশমাংশ উদ্ভিদ প্রজাতি পেরুতে পাওয়া যায়। পেরুভিয়ান আমাজন আকারে ফ্রান্সের আয়তনের চেয়েও বড়। আমাজনের ক্রান্তীয় বনভূমির সবচেয়ে বড় অংশ ব্রাজিলে, এরপর পেরুতে। তবে সম্প্রতি দেশটিতে ব্যাপক হারে বন উজাড় হচ্ছে। ২০২০ সালে করোনা মহামারির সময় সবচেয়ে বেশি বন উজাড় হয়েছে। ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দেশটিতে যে পরিমাণ বন উজাড় হয়েছে, তার আয়তন নেদারল্যান্ডসের প্রায় অর্ধেক।

ভারত ঃ-বিশ্বের শীর্ষ ১০ বনভূমির তালিকায় দশম অবস্থানে রয়েছে এশিয়ার দেশ ভারত। দেশটিতে মোট বনভূমির পরিমাণ ৭ কোটি ১০ লাখ ৩৮ হাজার ৮০০ হেক্টর। ভারতের ভৌগোলিক আয়তনের ২৫ দশমিক ১৭ শতাংশ বন ও গাছপালায় আচ্ছাদিত। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের ফলে এ সাফল্য পেয়েছে দেশটি। গত মে মাসে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ ফরেস্ট ফোরামে উপস্থাপিত দেশটির বন বিভাগের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার জিবি আউটপোস্টের উদ্যোগে রকদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

জিবি পুলিশ ফাঁড়িতে শ্যামা মায়ের মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ২২ আগস্ট: জিবি পুলিশ ফাঁড়ির শ্যামা মায়ের মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে শুক্রবার এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। জিবি পুলিশ বাড়ির প্রাঙ্গণে নবনির্মিত শ্যামা মায়ের মন্দির উদ্বোধনের দিনকে স্মরণীয় করে তুলতে এই সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, জিবি মেডিকেল সুপার শংকর চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত সহ প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

রক্তদান শিবিরে পুলিশ কর্মী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। ফলে দিনভর শিবির প্রাঙ্গণে ছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনার আবহ। বহু মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করে সমাজসেবামূলক এই উদ্যোগকে সফল করে তোলেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শ্যামা মায়ের মন্দির উদ্বোধন কেবল ধর্মীয় আচারেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগও গ্রহণ করা হবে।

রক্তদান শিবির ছিল সেই সামাজিক কর্মসূচির প্রথম পদক্ষেপ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, মন্দির উদ্বোধনের পাশাপাশি এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে মানবিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেবে এবং ভবিষ্যতেও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ধরনের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া উচিত।

গ্যাস এজেন্সি নির্মাণে কদমতলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়নে বাঁধা, সমাধানের দাবিতে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২২ আগস্ট: গ্যাস এজেন্সি নির্মাণে কদমতলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হতে বাঁধা প্রাপ্ত হলো স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ কিছুদিন পূর্বে সম্পূর্ণ সরকারী বিভিন্ন নিয়ম-নীতি মেনে কাজও শুরু হয় কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ড এলাকায় নতুন গ্যাস এজেন্সি নির্মাণের কাজ। জনাকয়েক কুচক্রী লোকের স্বার্থান্বেষী মনোভাবের কারণে সেখানে যেন গ্যাস এজেন্সি স্থাপিত না হয় এর ষড়যন্ত্র চলছে। অভিযোগ তারা ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন যাতে সেখানে গ্যাস এজেন্সি স্থাপনের কাজ বন্ধ করা হয়। সেই মোতাবেক জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে মৌখিকভাবে কাজ বন্ধ রাখার জন্য জানানো হয় নবনির্মিত গ্যাস এজেন্সির মালিক কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু যেখানে এলাকার মানুষের গণ স্বাক্ষর দিয়ে আপত্তি নেই বলে পূর্বেই লিখিত বয়ান জমা পড়েছে, সেখানে দু এক জনের কারণে কেন গোটা এলাকার মানুষ বঞ্চিত হবে এটাই প্রশ্ন।

কারণ দীর্ঘদিন থেকেই কদমতলায় একটি গ্যাস এজেন্সি নির্মাণের দাবি ছিল জনগণের। তাই শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে প্রায় দেড় হাজার মানুষের গণ স্বাক্ষর সহ এলাকার শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের উপস্থিতিতে কদমতলা চন্দ্রকলা টাউনহলে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বিষয়টি নিয়ে গণস্বাক্ষরিত প্রতিলিপিটি সহ এক প্রতিনিধি দল প্রথমে কদমতলা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হবেন। তারপর সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল ধর্মনগর মহকুমা শাসকের নিকটও একই দাবি সনদ পেশ করা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,যে বৃহত্তর কদমতলা ব্লক এলাকার সকল অংশের জনগণের সুবিধার্থে এই গ্যাস এজেন্সি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বহু পূর্বেই, যদিও আইনি জটিলতার কারণে প্রথমে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে জেলা ও মহকুমা প্রশাসন এবং আই,ও,সি কর্তৃপক্ষ একাধিকবার সার্ভে করে সেখানে গ্যাস এজেন্সি স্থাপনের অনুমোদন দেয়। এতে গোটা কদমতলা ব্লক এলাকার মানুষও খুশি ব্যক্ত করেন। কারণ ধর্মনগর এজেন্সি থেকে রন্ধন গ্যাস আনতে হলে অনেক ব্যায় ও সমস্যা পোহাতে হয় সাধারণ মানুষের। তাছাড়া দালাল মারফত গ্যাস আনতে হলে বাড়তি একটা খরচও হয়। তাই উল্লেখিত স্থানে এই গ্যাস এজেন্সি স্থাপিত হলে সময় এবং বাড়তি খরচ দুটোই বেঁচে যায় মানুষের। ফলে জনগণের দাবি কদমতলাতেই এই গ্যাস এজেন্সি টি স্থাপিত হোক।

সন্ধান চাই

Ref- Belonia GRPS ID Case No. 04/2025/ Dated - 20/08/2025 U/S- 194 BNSS-2023

সঙ্গে দেওয়া ছবিটি একজন অপরিচিত মৃত মহিলার যাহার আনুমানিক বয়স ৩৭/৩৮ বছর। গত ১৯-০৮-২০২৫ ইং তারিখ বিকাল আনুমানিক ৬.৫০ মিনিট সময় বিলোনীয় জিআরপি থানার অর্ন্তগত সনুরমুখ / জিরতলি রেগওয়ে ব্রিজের এক কাছাকাছি রেলে দ্বারা আকাল প্রাপ্ত হয়ে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি বিলোনীয়া হসপিটালের মর্গে সনাক্ত করার জন্য রাখা হয়েছে। উক্ত মৃত মহিলাটির সম্বন্ধে কাহারও কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার আবেদন করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ নম্বর
বিলোনীয়ঃ জিআরপি - ৯৬১২১৪৫৫৩১৮
ডিওয়াই এসপি(জিআরপি)- ৯৪৩৬৪৭৮৯৩১
এসপি (জিআরপি) টিওয়াইএ - ৭০০৫৪৫৭০৩৮
ICA/D-884/24

GOVERNMENT OF TRIPURA
TRIPURA ELECTRICAL LICENSING BOARD
GURKHABASTI, AGARTALA
NOTIFICATION

Dated the August, 2025

Tripura Electrical Licensing Board (TELB) is going to conduct written examination as per following schedule for awarding the certificate for "Competency to Supervising Workman" and "Operative Electrical Workman" for the year 2025 as per Tripura Electrical Licensing(Contractors/ Supervisors/ Workman) (Amendment) Procedure (TELP)-2024.

Sl No	Date of Examination	Part/ Class	Time	Venue
1	13/09/2025	Supervisor Part-I,VI(A)	10.00 AM to 1.00 PM	Institute of Advanced Studies in Education (IASE), Kunjaban, West side of Heritage Park, Agartala
2	13/09/2025	Supervisor Part-II,VI(B)	2.00 PM to 5.00 PM	
3	14/09/2025	Supervisor Part- X,III & VII(A)	10.00 AM to 1.00 PM	
4	14/09/2025	Workman Class –I(a,b)& Supervisor Part- IV & VII(B)	2.00 PM to 5.00 PM	

The admit card of all the candidates appearing for written examination in this year organized by TELB is to be collected from Electrical Inspectorate, Gurkhabasti w.e.f 30/08/2025 to 09/09/2025 from 11.00 AM to 4.00 PM.

ICAD/827/25

Ex-Officio Secretary, TELB (Electrical Inspector)
Tripura,Agartala

T.R.L.R. FORM 29
(See rule 92 (1))
Proclamation of sale of immovable property

Whereas the immovable property described below has been attached for the recovery of Rs. 50,000/- On account of Distraint Warrant case due from Binata Nama Wife of Lt- Sachindra Nama resident of Village- Bagabasa, Tehsil- Nalchar, Thana - Melaghar, Sub-Division plus Rs on account of process fees. In connection with Case No. Crl.Misc. (446) 03 of 2024(Arising out of S.T (Type-2) 06 of 2021).

Proclamation is hereby made that unless the total amount aforesaid be paid before the day here in fixed for sale, the said property shall be sold by public auction at residence of Binata Nama on August day of 2025 by or about 11.00 O'clock.

The sale extends only to the right, title and interest of the said defaulter in the said property. Binata Nama W/o Lt- Sachindra Nama

Sub- Divisional Magistrate Sonamura,
Sepahijala Tripura

To
Binata Nama W/o - Lt. Sachindra Nama
of village- Bagabasa, P.S- Melaghar for information and compliance.

Village with J.L.No	Sub- Division Thana , Tehsil	Description	Assessment if any	Note of any known encumbrance etc
1	2	3	4	5
T.K.- Nalchar Mouja – Bagabasa	Sub-Div:- Sonamura Thana – Melaghar Tehsil- Nalchar Khatian No-1662 Hal No. 3858/4672	Area- 0.20 acres	Class- Nal	-

ICA/C/ 1981/25

পূজার আগে শেষ হবে মন্দির ও ড্রেনের কাজ, আশ্বাস মেয়রের

আগরতলা, ২২ আগস্ট: আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার আজ প্রগতি রোড মেহের কালীবাড়িতে নির্মীয়মাণ নতুন মন্দিরের কাজ খতিয়ে দেখেন। এদিন তিনি মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে চলমান কাজের অগ্রগতি পর্য্যালোচনা করেন এবং দ্রুততম সময়ে নির্মাণকাজ শেষ করার নির্দেশ দেন।

মেয়র বলেন, আগরতলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মানুষের গভীর আবেগ জড়িত। তাই মেহের কালীবাড়ির নতুন মন্দিরের কাজ যাতে নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়, তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব রকম সহযোগিতা করা হবে।

এদিন মেয়র দীপক মজুমদার কের চৌমুনির কালী মন্দিরের সামনের ড্রেনের কাজও পরিদর্শন করেন। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানান, পূজার আগেই ওই ড্রেনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এর ফলে জলনিকাশে সমস্যার সমাধান হবে এবং ভক্তদের যাতায়াত আরও সহজ হবে।

১ সেপ্টেম্বর থেকে খোয়াইয়ে রাজ্যভিত্তিক খো খো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট:আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে খোয়াই সরকারি বালক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে তিনদিনব্যাপী অনূর্ধ ১৭ রাজ্যভিত্তিক খো খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষ্যে আজ খোয়াই জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ক্রীড়া আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত)।

বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে গন্ডাছড়া মহকুমার ৬টি বিদ্যালয়ের কিচেন গার্ডেন পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ২২ আগস্ট: বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বুধবার গন্ডাছড়া মহকুমার ৬টি বিদ্যালয়ের কিচেন গার্ডেন পরিদর্শন করেন মনোজ রায়। পরিদর্শনকালে উনার সঙ্গে ছিলেন বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার রাজ্য কমিটির যুগ্ম কনভেনার তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আবদুল হক, সংস্থার ধলাই জেলা কমিটির সদস্য রামু দেবনাথ ও সংস্থার সিপাহিজলা জেলা কমিটির কনভেনর তথা শিক্ষক দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বিদ্যালয়গুলি হল গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেনি বিদ্যালয়, পি. এম. শ্রী কবিগুরু আর.এস. ভি. দ্বাদশ শ্রেনি বিদ্যালয়, রামনগর উচ্চ বিদ্যালয়, আনন্দ মোহন রোয়াজা ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেনি বিদ্যালয়, আনন্দ মোহন রোয়াজা উচ্চ বিদ্যালয় ও পূর্ব বুলুংবাদা উচ্চ বিদ্যালয়, বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ের কিচেন গার্ডেনে শ্রমদানকারী ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের উৎসাহিত করতে সংস্থার পক্ষ থেকে শংসাপত্র দেয়া হয় শংসাপত্র পেয়ে ছাত্র ছাত্রীরা খুব খুশী হয়।

প্রতিটি বিদ্যালয়ের কিচেন গার্ডেনের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর থেকে ফুল, ফল, সব্জি ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা বিতরণ করা হয়। গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অনুরোধে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি ফুল ও ফলগাছ রোপন করেন মনোজবাবু। সঙ্গে ছিলেন গন্ডাছড়া ও রইস্যা বাড়ির বিদ্যালয় পরিদর্শক। প্রসঙ্গত মনোজ বাবুকে বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তর থেকে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে কিচেন গার্ডেনের পরামর্শদাতা হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়। এক সাক্ষাৎকারে মনোজ বাবু জানান তিনি রাজ্যের প্রতিটি মহকুমার বেশিরভাগ উচ্চ বিদ্যালয় ও দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন এবং বেশির ভাগ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে কিচেন গার্ডেন পেয়েছেন।

কুঞ্জবন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলির কলা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট:কুঞ্জবন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলির কলা উৎসব। এই বিশেষ উৎসবে রাজ্যের মোট দশটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে তাদের নানা প্রতিভার প্রকাশ ঘটায়। মূলত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন সহ নানা শিল্পকলার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হয় কুঞ্জবন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। এই উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগীত নাটক একাডেমির প্রজেক্ট ডাইরেক্টর সর্বানি নন্দী। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে এরকম উদ্যোগকে অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুঞ্জবন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মনোজ কুমার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অতিথিবৃন্দ।

জানা গেছে, এদিনের কলা উৎসবে ত্রিপুরার দশটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে প্রায় ১০২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরে। ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্ছ্বাস এবং উদ্দীপনা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, এই ধরনের কলা উৎসবের মাধ্যমে শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভার বিকাশই নয়, পাশাপাশি তাদের সাংস্কৃতিক চেতনা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সহমর্মিতারও বিকাশ ঘটে। কুঞ্জবন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই কলা উৎসব তাই শুধু একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, বরং আগামী দিনের প্রতিভাবান প্রজন্মকে গড়ে তোলার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠল।

ত্রিপুরা চেস এসোসিয়েশন, অল ইন্ডিয়া চেস্ট ফেডারেশন এর সহযোগিতায় দুদিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট:বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা চেস এসোসিয়েশন, অল ইন্ডিয়া চেস্ট ফেডারেশন এর সহযোগিতায় দুদিনব্যাপী এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে সারা দেশ থেকে মোট ৪৪ জন অংশগ্রহণ করে। তাদেরকে এই দুদিনব্যাপী দাবার বিভিন্ন নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবেন ফিডে লেকচারার স্বপ্নিল বানসোদ। পরবর্তীতে আগামীকাল পরীক্ষার মাধ্যমে যারা উত্তীর্ণ হবে তারা দাবা খেলা পরিচালনার জন্য জাতীয় আরবিটর হিসেবে নিযুক্ত হবেন।

প্রসঙ্গত রাজ্যে বর্তমানে দাবা খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। দাবা খেলা পরিচালনার জন্য রাজ্যে বর্তমানে আটজন আরবিটর রয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজন মহিলা। জনপ্রিয়তার কথা লক্ষ্য রেখে রাজ্যে আরও দাবা খেলা পরিচালনার আরবিটার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই সেমিনারে রাজ্য থেকে কুড়িজন অংশগ্রহণ করেছে। পরীক্ষার মাধ্যমে যারা উত্তীর্ণ হবে তারা দাবা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এবং রাজ্যের দাবার প্রসার ঘটাতে সহায়ক হবে এমনটাই অভিমত দাবারুদের।

বুথ সংগঠন শক্তিশালী হলে তবেই মন্ডল মজবুত হবে, আর মন্ডল শক্তিশালী হলে গোটা রাজ্যে বিজেপি সংগঠন আরও সুসংহত হবে: মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ আগস্ট: বুথ সংগঠন শক্তিশালী হলে তবেই মন্ডল মজবুত হবে, আর মন্ডল শক্তিশালী হলে গোটা রাজ্যে বিজেপি সংগঠন আরও সুসংহত হবে এমন বার্তা দিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। বৃহস্পতিবার লেম্বুছড়া এলাকায় ৩৮ নং বুথের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কার্যকর্তা বৈঠকে উপস্থিত থেকে তিনি বলেন, "জনগণের স্বার্থে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বিশেষ করে বঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানোই বিজেপির নীতি। একজন গরিব মানুষও যাতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না থাকে, সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, "বিগত ৩৫ বছরে সিপিআইএম ও কংগ্রেস কেবলমাত্র ভোটের রাজনীতি করেছে, সাধারণ মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের দিকে কোনো নজর দেয়নি। কিন্তু বিজেপি এমন একটি সংগঠন, যা নিপীড়িত ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়।"

এদিনের বৈঠকে মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস সহ বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বুথভিত্তিক সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার আহ্বান জানানো হয়।

ব্লাড ক্যান্সারের বিরুদ্ধে জীবনযুদ্ধে হেরে গেল কৃষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: মাত্র পাঁচ বছরের নিষ্পাপ শিশু কৃষ দাস ব্লাড ক্যান্সারের বিরুদ্ধে জীবনযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল। বৃহস্পতিবার ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার। শোকের ছায়া নেমে এসেছে চাকমাঘাটের এক জীর্ণ কুঁড়েঘরে।

শিশু কৃষের পরিবার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।

পিতা বিশ্বজিৎ দাস শতভাগ মূকবধির প্রতিবন্ধী একজন জেলে, মা বাসন্তী সাহা (দাস) ৭৫ শতাংশ মানসিক প্রতিবন্ধী। খোয়াই নদীতে মাছ ধরা ছিল সংসার চালানোর একমাত্র উপায়। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারটির কাছে লাখ টাকার চিকিৎসা ছিল কল্পনারও বাইরে।

চিকিৎসকরা যখন জানালেন কৃষ ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত, তখন ভেঙে পড়ে পরিবার। সরকারি দফতরের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও আশার আলো মিলেনি। সমাজ কিংবা প্রচারবাজ সমাজসেবকেরাও পাশে দাঁড়াননি। ফলে প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালাতে হয়েছে কৃষকে।

কয়েকদিন আগে তাকে ভর্তি করা হয় ক্যান্সার হাসপাতালে। এ সময় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সেখানে গিয়ে শিশুদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। কৃষের মৃত্যুসংবাদে তিনি বৃহস্পতিবার চাকমাঘাটে কৃষের বাড়িতে উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিলেন মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাসসহ বিজেপির যুব মোর্চার কর্মীরা। কৃষের নিথর দেহ ঘিরে হাহাকার করছে বাবা-মা। প্রতিবেশীরাও ছুটে এসে শোক ভাগ করে নেন। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা শিশুটির চিকিৎসার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। চিকিৎসাও শুরু হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যু তাকে কেড়ে নিল। আমি তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছি।"

ধর্মনগর ডিগ্রী কলেজ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ আগস্ট: ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত ধর্মনগর ডিগ্রী কলেজ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় সদর মহিলা একাদশ ও শান্তিরবাজার মহিলা একাদশ। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শান্তিরবাজার দল ৩৯.৫ ওভারে ৯৬ রানে অলআউট হয়। তাদের পক্ষে সুপ্রিয়া দাস সর্বোচ্চ ২৫ রান এবং মেঘা সরকার ২৩ রান করেন। বোলিংয়ে রেবিকা নোয়াতিয়া দারুণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ৬ ওভারে ১৪ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন।

জবাবে সদর মহিলা একাদশ ২৫.১ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় এবং ৯৭ রান সংগ্রহ করে চ্যাম্পিয়ন হয়। সদর দলের অন্বেষা দাস ৮.৫ ওভারে ১৭ রান দিয়ে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেন। ব্যাট হাতে মৌচেতি দেবনাথ ৩৩ রান এবং মৌসুমী দে ২২ রান করে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন।খেলাটি দেখতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত দে, ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দিলীপ ধর, সম্পাদক শেখর সিনহা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সুব্রত দে। এছাড়াও আম্পায়ার ও স্কোরারদের হাতে উপহারও তুলে দেওয়া হয়।সুব্রত দে জানান, তিনি আশা করেছিলেন শান্তিরবাজার দল আরও বেশি রান তুলবে, তবে তা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, শান্তিরবাজারের খেলোয়াড়রা সবসময়ই বিভিন্ন খেলায় তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে আসছে। পাশাপাশি তিনি আজকের বিজয়ী সদর মহিলা ক্রিকেট একাদশকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

শুক্রবার মেয়র দীপক মজুমদার পুর এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সরেজমিনে খোঁজ খবর নেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সারা দিন ফোন-ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে চোখে চাপ পড়ছে? ৫ আসন নিয়মিত করলে ক্ষতি এড়াতে পারেন

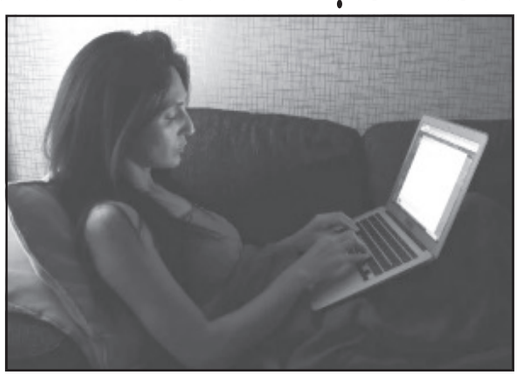

ঘুম থেকে উঠেই চোখ খুলে ফোনের দিকে তাকানো অভ্যাস। তার পর সারা দিন নানা কাজের জন্য হয় ল্যাপটপে, নয়তো ফোনের পর্দায় চোখ রাখতেই হয়। এক ভাবে দীর্ঘ ক্ষণ ডিজিটাল যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অনেকেরই চোখ থেকে জল পড়ে। চোখে চাপ পড়লে মাথা যন্ত্রণাও হয়। চোখ ভাল রাখতে চিকিতকেরা ২০ মিনিট অন্তর ২০ ফুট দূরত্বের কোনও একটি বস্তুর দিকে ২০ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পরামর্শ দিলেও সকলের পক্ষে তা মেনে চলা সম্ভব হয় না।

কাজ করতে করতে চোখের ব্যায়াম করাও অসম্ভব। তবে সাধারণ বেশ কয়েকটি ব্যায়াম রয়েছে, যেগুলি নিয়মিত অভ্যাস করলে, চোখের পেশির উপর বাড়তি চাপ লাঘব হতে পারে।

১) তাড়াসন

সোজা হয়ে দাঁড়ান। পায়ের পাতার মধ্যে দুই ইঞ্চি দূরত্ব রাখুন। শ্বাস নিন। হাত দুটোকে উপরে তুলে কাঁধের সমান সমান নিয়ে যান। এ বার আঙুল দিয়ে হাত দুটোকে জড়ান। হাতের তালু রাখুন বাইরের দিকে। এ বার শ্বাস নিতে নিতে মাথার উপর হাত দুটো নিয়ে যান। পায়ের গোড়ালিগুলো মাটি থেকে উপরে তুলুন। পায়ের পাতার উপর শরীরের ভারসাম্য রাখুন। এই অবস্থায় ৩ থেকে ১০ বার শ্বাস নিন। এ বার গোড়ালি নীচে নিয়ে আসুন। শ্বাস ছেড়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন।

২) পদহস্তাসন

দুই পা আরামদায়ক দূরত্বে রেখে শরীর শিথিল করে দাঁড়ান। হাত থাকুক পাশে। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। শরীর টান টান করে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে থাকুন এবং কানের পাশ দিয়ে দুই হাত সোজা করে মাথার উপরে তুলুন। এ বার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মেরুদণ্ড দীর্ঘায়িত করে সামনের দিকে ঝুঁকতে থাকুন। আঙুল থাকবে মাটির দিকে। হাঁটু যেন বেঁকে না যায় খেয়াল রাখুন। নীচু হয়ে হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি জড়িয়ে ধরতে পারলে ভাল। না হলে হাত দিয়ে পায়ের পাতা ছুঁয়ে থাকুন। যতটুকু ঝুঁকতে পারবেন ততটুকু করুন। তার বেশি নিচু হওয়ার দরকার নেই। খেয়াল রাখুন ঘাড়, মাথা যেন আরামদায়ক অবস্থায় থাকে। পা থাকুক টান টান ও সোজা। এই অবস্থানে কয়েক সেকেন্ড থাকুন। এ বার শ্বাস নিতে নিতে মাথার উপর হাত তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং শুরুর অবস্থানে ফিরে আসুন।

৩) হলাসন

প্রথমে চিত হয়ে টানটান করে শুয়ে পড়ুন। পা দুটি একসঙ্গে জোড়া করে উপরে তুলে ধরে হাত দুটি দিয়ে কোমর ধরে রাখুন। এ বার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দুই পা কোমর থেকে ভাঁজ করে হাঁটু পা ভেঙে পায়ের আঙুল মাটি স্পর্শ করান। এই ভঙ্গিতে শ্বাস-প্রশ্বাস অল্প অল্প করে নিন এবং ছাড়ুন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার সময় পা দুটি টানটান করে উপরের দিকে রাখুন। হাত কোমর থেকে সরিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিন ও ছাড়ুন। কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিতম্ব মাটিতে ছোঁয়ান। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পা মাটিতে রাখুন। এই আসনটি দিনে ২ থেকে ৩ মিনিট করুন। তবে কারও যদি ঘাড়ে ও কোমরে ব্যথা থাকে তা হলে এই আসন এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।

৪) চক্রাসন

দুই পায়ের মাঝখানে কাঁধের থেকে দূরত্ব রেখে শুয়ে পড়ুন। পায়ের ভাঁজ করে এমন অবস্থানে রাখুন যাতে নিতম্বের সঙ্গে গোড়ালির স্পর্শ লাগে। দুই হাত উপরে তুলে মাথার দু'পাশে হাতের তালু দুটি মাটিতে রাখুন। দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে প্রথমে নিতম্ব ও কোমর উপরে তুলুন। হাতে ভর রেখে পিঠ ও মাথা উপরে তুলে ফেলুন। আসন থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার সময়ে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পিঠ ও তার পরে কোমর নামিয়ে নিন। দৈনিক ২ থেকে ৫ বার এটি করুন। তবে যাঁরা উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন তাঁদের এই আসনটি না করাই ভাল।

৫) ধনুরাসন

উপুড় করে শুয়ে পড়ুন। তার পর হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা যতটা সম্ভব পিঠের উপর নিয়ে আসুন। এ বার হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে গোড়ালির উপর শক্ত করে চেপে ধরুন। চেষ্টা করুন পা দুটো মাথার কাছাকাছি নিয়ে আসতে। এই ভঙ্গিতে মেঝে থেকে বুক, হাঁটু ও উরু উঠে আসবে। তলপেট ও পেট মেঝেতে রেখে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড থাকুন। তার পর পূর্বের ভঙ্গিতে ফিরে যান। এই আসন বার তিনেক করতে পারেন।

অনুভূতি ফেরাবে কৃত্রিম বক্ষযুগল

স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানতে পারার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই লিডাকে চিকিৎসকেরা জানান, তাঁকে ম্যাসটেকটমি করাতে হবে। অর্থাৎ অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হবে স্তন দু'টি। ম্যাসটেকটমির পরে লিডার ক্যানসার হয়তো সেরেছিল। কিন্তু আগের স্বাভাবিক জীবনে আর ফিরতে পারেননি তিনি। স্বামীর সঙ্গে তৈরি হয়েছিল শারীরিক দূরত্ব।

তিন বছরের সন্তানকে বুকে টেনে নিয়েও শূন্যতা অনুভব করতেন তিনি।

এমনই মেয়েদের কথা নাড়া দিয়েছিল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক স্টেসি টেসলার লিন্ডাওকে। স্টেসি বলছিলেন, অস্ত্রোপচারের পরে দেহে নকল স্তন প্রতিস্থাপন করলেও তাতে কোনও স্নায়বিক উদ্দীপনা থাকে না। থাকে না কোনও অনুভূতি। দেহের সঙ্গে জোড়া কৃত্রিম অঙ্গের মতোই অতিরিক্ত মনে হয়। কিন্তু মেয়েদের জীবনে স্তন শুধুমাত্র তো একটি অঙ্গ নয়। তাঁর মতে, বক্ষযুগল মেয়েদের যৌনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশও। স্টেসি জানান, আমেরিকায় স্তন ক্যানসার থেকে সেরে ওঠা মহিলাদের অন্তত এক তৃতীয়াংশের ম্যাসটেকটমি করে একটি বা দু'টি স্তন বাদ দিতে হয়। দেখা গিয়েছে, অস্ত্রোপচারের পরে ৭৭ শতাংশ মহিলার স্বাভাবিক যৌন জীবন ব্যাহত হয়েছে। মানসিক অবসাদে ভোগেন অনেকেই।

ফলে কী ভাবে কৃত্রিম অঙ্গে স্বাভাবিক অনুভূতি ফিরিয়ে আনা যায়, তাই নিয়ে চলছে স্টেসি ও তার দলের লড়াই। তাতে শামিল হয়েছেন স্নায়ুবিজ্ঞানী, ক্যানসার বিশেষজ্ঞ, বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারেরা এবং আরও অনেকে। দীর্ঘ গবেষণার শেষে তৈরি করা হয়েছে "বায়োনিক স্তন"। কী ভাবে তা কাজ করবে? স্টেসি জানিয়েছেন, ম্যাসটেকটমির সময়ে এই বায়োনিক স্তন প্রতিস্থাপনের প্রথম পর্বের কাজ শুরু হবে। বাহুমূলের তলায় স্নায়ুকলার সঙ্গে যুক্ত করা হবে একটি যন্ত্রকে। দ্বিতীয় পর্বে, সি-এফআইএনই নামে ওই যন্ত্র অঙ্গে তৈরি হওয়া উদ্দীপনা বৈদ্যুতিন সঙ্কেত হিসাবে মস্তিষ্কে পাঠাবে। ফলে স্বাভাবিক অঙ্গের মতোই বায়োনিক স্তনেও অনুভব করা যাবে স্পর্শের অনুভূতি। তবে পুরোটাই এখন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের অপেক্ষায়।

আমেরিকার ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গবেষণা শুরু করেছিলেন স্টেসিরা। সম্প্রতি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ ৩৯.৯ লক্ষ ডলার অনুদান ছে। ফলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য পুরোদমে প্রস্তুত হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

তবে এই গবেষণায় যার কথা না বললেই নয়, তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম স্নায়ুবিজ্ঞানী স্লিম্যান বেনসমাইয়া। এ বছর অগস্টে তিনি মারা গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রস্থেটিক বা কৃত্রিম অঙ্গে স্নায়বিক সাড়া ফেরানো যায় কি না, সে বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন স্লিম্যান। ২০১৬ সালে তাঁর সঙ্গে গবেষণায় যোগ দেন স্টেসি ও তাঁর দলবল। স্টেসি জানালেন, ওঁর গবেষণা ছিল যে কোনও কৃত্রিম অঙ্গ নিয়ে। আর আমারটা মূলত স্তন নিয়েই গবেষণা। কথা হচ্ছিল কলকাতার ক্যানসার শল্য চিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি বললেন, "আজকাল আমরা চেষ্টা করি যাতে পুরো স্তন বাদ দিতে না হয়। অনেক সময় স্তন পুনর্গঠন বা ম্যামোপ্লাস্টি করানো হয়। তবে সে ক্ষেত্রেও স্পর্শের অনুভূতি থাকে না। কিন্তু কৃত্রিম স্তনে যদি অনুভূতি ফেরানো যায় তবে এটি একটি যুগান্তকারী গবেষণা হবে। সেরে ওঠার পরে মহিলারা তাদের আগের স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবেন।"

ভাদ্রমেলা : অধীর আগ্রহে কমলাসাগরের মানুষ

কাকলি ভৌমিক

উৎসব ও মেলা মানে মানুষে মানুষে মেলবন্ধন। নানা ভাষা, নানা ধর্ম বর্ণের মানুষের সংস্কৃতির আদান প্রদান। ব্যবসা বাণিজ্য আনন্দ উচ্ছাসের মঞ্চ। রাজ্যে এমনই একটি ঐতিহ্যবাহী মেলা কমলাসাগরের ভাদ্রমেলা। প্রতিবছর ভাদ্রমাসে কৌশিকী অমাবস্যায় বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত কমলাসাগর কসবেশ্বরী কালীবাড়িতে দু'দিনব্যাপী ভাদ্র মেলার আয়োজন রাজ্যের অনন্য কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরার পরিচায়ক।

রাজধানী আগরতলা থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সবুজে ঘেরা রাজন্য স্মৃতি বিজড়িত কমলাসাগরের বসবেশ্বরী মন্দির। প্রতিবছর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষ, পর্যটক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন ভাদ্রমেলার জন্য। মেলা উপলক্ষে দর্শনার্থী, পুণ্যার্থী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের বিপুল সমাগমে মেলা প্রাঙ্গন আরো বেশী সজীব হয়ে ওঠে। এবছর দু'দিনব্যাপী মেলা শুরু হবে ২২ আগস্ট থেকে এবং চলবে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত। পারস্পরিক মেলবন্ধন, ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে পূজার্চনা, বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ণময় হয়ে উঠবে কসবেশ্বরী কালীমন্দির প্রাঙ্গণ।ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কমলাসাগরের পূর্বনাম ছিল কৈলাগড়। কিংবদন্তী অনুসারে কৈলাগর (কসবায়) দুর্গের মধ্যে সিংহবাহিনী দশভূজা দুর্গা মূর্তিটি স্থাপন করেন মহারাজা কল্যাণ মানিক্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহারজা ধন্যমানিকা (১৪৯০-১৫২০) কমলাসাগর কসবা কালীমন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, মহারানী কমলাদেবীর ইচ্ছাতেই রাজা ধন্যমানিক্য মন্দির প্রাঙ্গনে কমলাসাগর দিঘীটি খনন করান। রাজা ধন্যমানিক্যের রাজত্বকালে কৈলাগড় বা কসবা এলাকায় দেখা দিয়ে ছিলো অনাবৃষ্টি ও খরা। সেই সময় নাকি মা কালী রাণী কমলাদেবীকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এই এলাকায় দীঘি খননের। সে ইচ্ছাই রাণী ধন্যমানিকাকে বলেছিলেন। রাণীর ইচ্ছা অনুযায়ী মহারাজা ধন্যমানিক্য কমলাসাগর খনন করান।

বর্তমানে কমলাসাগর কালীবাড়ি রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র। আগরতলা-সাবুম জাতীয় সড়কের গকুলনগর রাস্তার মাথা থেকে পশ্চিমদিকে ১৬ কিলোমিটার পীচরাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই রাজন্য স্মৃতি বিজড়িত কমলাসাগর কসবেশ্বরী কালীমন্দির। এবছর রাস্তারমাথা থেকে কমলাসাগর পর্যন্ত রাস্তাটিকে সংস্কার করে নতুনরূপে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও কমলা সাগরের কুমিল্লা ভিউ ট্যুরিস্ট লজটিকে সরকারি প্রচেষ্টায় নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। যাতে পর্যটকদের কাছে এই পুণ্যভূমি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। গত জুলাই মাসে রাজ্য সরকার এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় কমলাসাগর কালীবাড়ি প্রাঙ্গনে এই পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। মোট ব্যয় হবে ১৮.৭৮ কোটি টাকা। বিশেষ করে এখানে অত্যাধুনিক পার্ক, ক্যানোপি, কৃত্রিম ফোয়ারা প্রভৃতি গড়ে তোলা হবে। এছাড়াও দু'দিনব্যাপী মেলাকে কেন্দ্র করে কমলাসাগর দীঘি এবং মন্দির চতুর সেজে ওঠবে আলোক মালায়, প্রাকৃতিক ফুলের শোভা মন্ডিত গেইট এবং চিত্রায়িত রঙ্গোলীতে। দু'দিনের মেলাতে প্রায় ২৫টি দপ্তরের বিভিন্ন সরকারি উন্নয়নমূলক কাজকর্ম প্রদর্শন করা হবে। স্টলগুলোতে সাধারণ মানুষকে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধাগ্রহণের বিষয়ে সহায়তা করা হবে। দু'দিনব্যাপী মেলা উপলক্ষে মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ক্ষুদ্র ও মাঝারী দোকানীরা পসরা নিয়ে বসবেন। এতে তাদের আর্থিক প্রবৃদ্ধিও হবে। ভাদ্রমেলা আয়োজনের জন্য ইতিমধ্যেই সবধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কমলাসাগর এলাকার মানুষ, তাদের প্রাণের উৎসবের জন্য।

রক্তপরীক্ষায় বাইপোলার ডিজঅর্ডার ধরা সম্ভব

মন খারাপ, না হতাশা, নাকি মনের আরও গভীরে বাসা বেঁধেছে কঠিন অসুখ! শরীর খারাপ হলে রক্তপরীক্ষা করে রোগ ধরে ফেলেন চিকিৎসকেরা (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে)। কিন্তু মনের অসুখে তেমন পথ কই! সেই অন্ধকার পথে আলো ফেললেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা। তাঁরা একটি গবেষণাপত্রে দাবি করেছেন, রক্তপরীক্ষাতেও বাইপোলার ডিজঅর্ডার ধরা সম্ভব।

বছর খানেক "মর্ডার্ন লাভ" নামে হলিউডের একটি ওয়েব সিরিজ দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। তার একটি গল্পের মুখ্য চরিত্রে ছিলেন অ্যান হ্যাথওয়ে। তরুণী বাইপোলার ডিজঅর্ডারের আক্রান্ত। দারুণ উজ্জ্বল ঝলমলে সুন্দরী এক মেয়ে চার দিক আলো করে রাখেন। আর হঠাত লোকচক্ষুর আড়ালে অন্ধকারে ডুবে যান। সপ্তাহ কেটে যায়, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না তরুণী। বাইপোলার ডিজঅর্ডার হল এমনই এক মনের অসুখ। হঠাৎ রোগীর প্রবল মন খারাপ, হতাশা দেখা দেয়। একটা লম্বা সময় ধরে সেটা চলতে থাকে। তার পর হঠাত সে "ভাল" হয়ে যায়। মন অস্বাভাবিক ভাবে রকম উদ্দীপনাময়, কর্মশক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে চিকিতকেরা একে মানসিক হতাশা বা ডিপ্রেশন ধরে নেন।

কেমব্রিজের বিজ্ঞানীরা বলছেন, নতুন গবেষণায় তাঁরা দেখিয়েছেন রক্তপরীক্ষায় ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগীর বাইপোলার ডিজঅর্ডার রয়েছে কি না, তা ধরা সম্ভব। বাকি ক্ষেত্রে রোগ ধরতে রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি "ডিজিটাল মেন্টাল হেল অ্যাসেসমেন্ট"-ও জরুরি। পুরো বিষয়টাই অবশ্য এখনও গবেষণার স্তরে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে রোগনির্ণয় করা হয়, তার সঙ্গে রক্তপরীক্ষার বিষয়টিও যুক্ত করতে হবে। রোগীর মানসিক স্থিতির সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক কী বা এর উৎসব ঠিক কোথায়, তা-ও জানা সম্ভব হবে। "জামা সাইকায়াট্রি" জার্নালে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বের জনসংখ্যার ১ শতাংশ বাইপোলার ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত। অর্থাৎ কমপক্ষে ৮ কোটি। কিন্তু এর মধ্যে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভুল রোগনির্ণয় হয়। ধরে নেওয়া হয় ডিপ্রেশন বা হতাশা। এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত কেমব্রিজের "কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি" বিভাগের অধ্যাপক জেকুব টোমাসিক বলেন, "বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা যখন হতাশায় ভোগেন, তখন ডাক্তারের কাছে যান। তাঁদের মনের হাই পার অ্যাকটিভ বা অতি-উদ্যমী অংশটা ডাক্তারকে জানান না। চিকিৎসকও রোগ ধরতে পারেন না। তাঁরা ভাবে রোগী ডিপ্রেশনে আক্রান্ত।" কেমব্রিজের গবেষণার নেতৃত্বে রয়েছেন অধ্যাপক সেবিন বান। তিনি বলেন, "বাইপোলার ডিজঅর্ডারের সঙ্গে ডিপ্রেশন বা হতাশার মিল রয়েছে। কিন্তু দু'টোর চিকিতা আলাদা।" সেবিনের কথায়, "বাইপোলার ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত কোনও রোগীকে যদি শুধু অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্ট দেওয়া হয়, মুড স্টেবিলাইজার (মনকে স্থিতিশীল করার ওষুধ) না দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে রোগীর মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটার (উন্মাদও হয়ে যেতে পারেন) আশঙ্কা বাড়ে।" বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই কারণে দ্রুত ও সঠিক রোগনির্ণয় জরুরি। রক্তপরীক্ষায় যদি রোগ ধরা সম্ভব হয়, সে ক্ষেত্রে রোগী শুরু থেকে সঠিক চিকিৎসা পাবেন। চিকিৎসকদের উপর থেকেও চাপ কিছুটা কমবে।

কেমব্রিজের গবেষণায় ৩ হাজার রোগী অংশ নিয়েছিলেন। প্রত্যেকের মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করতে ৬০০ প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাঁদের অতীত, বর্তমান, পরিবারের ইতিহাস, তাঁরা কখনও অত্যাচারিত হয়েছেন কি না, যাবতীয় সব জানা হয়। মানসিক বিশ্লেষণের পরে ৩ হাজার জনের মধ্যে ১ হাজার অংশগ্রহণকারীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তার পরে রক্তে উপস্থিত ৬০০ মেটাবোলাইটস (বিপাকজাত পদার্থ) বিশ্লেষণ করা হয় "মাস স্পেকট্রোমেট্রি" পদ্ধতির সাহায্যে। পরীক্ষা শেষে বিজ্ঞানীরা বাইপোলার রোগীদের শরীরে নির্দিষ্ট একটি বায়োমার্কার খুঁজে পান।

সেবিন বলেন, "বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে রোগীর মনের বিশ্লেষণ জরুরি। কিন্তু বায়োমার্কার পরীক্ষা রোগনির্ণয়কে সহজ করবে। দ্রুত রোগ ধরা পড়বে।" বিজ্ঞানী টোমাসিকের কথায়, "মনের রোগের সঙ্গে কিন্তু শরীরের যোগ রয়েছে। রোগীদেরও এটা জানা দরকার, সবটা তাঁদের মনে নেই। এটা (বাইপোলার ডিজঅর্ডার) একটা অসুখ, যা অন্য সব রোগের মতো শরীরেরও ক্ষতি করে।"

সাপ্লিমেন্ট সব সময় শরীর ভাল করে না

পেশিবহুল সুঠাম শরীর পেতে অথবা ত্বক ও চুলের জেল্লা ধরে রাখতে অনেকেই বিভিন্ন রকম সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করেন। কোনওটা খাওয়ার, কোনওটা ত্বকে মাখার। পুষ্টিবিদেরা বলেন, সব সাপ্লিমেন্ট সকলের শরীরের জন্য সঠিক না-ও হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞাপনী চমকে ভুলে আমরা যাচাই না করেই এবং চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ না নিয়েই এই সব সাপ্লিমেন্ট কিনে ব্যবহার করতে শুরু করি। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। বিভিন্ন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। এমনও দেখা গিয়েছে, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই নিজে থেকে দীর্ঘ দিন কোনও সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার ফলে মারাত্মক সব অসুখে ভুগতে হয়েছে। এখন জেনে নিন কোন সাপ্লিমেন্টে কী ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এর বেশির ভাগই আমাদের চেনা এবং প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই থাকে।

১) ভিটামিন ই- ভিটামিন ই আমরা কমবেশি সকলেই ব্যবহার করেছি। এই ভিটামিনে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকার জন্য শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অনেকেই ভিটামিন ই ক্যাপসুল খেয়ে থাকেন। আবার ত্বক ও চুলের জেল্লা বাড়াতেও ভিটামিন ই ক্যাপসুলের ব্যবহার হয়। চিকিৎসকেরা বলছেন, ভিটামিন ই সাপ্লিমেন্ট সকলের জন্য নয়। দীর্ঘ দিন ব্যবহার করলে ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে। হার্টের ছন্দ বিগড়ে যেতেও পারে। আচমকাই হেমারেজিক স্ট্রোক হতে পারে। শরীরের ভিতরে রক্তক্ষরণ হতে পারে। এক জন প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সারা দিনে ১৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন ই দরকার হয়, সেটা সুষম খাবার থেকেই নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদেরা।

বদলে কী খেতে পারেন-আমন্ড, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, সূর্যমুখীর বীজ, মাছ, লাল ক্যাপসিকাম, ফলের মধ্যে অ্যাভোক্যাডো, আম, কিউফি ফলে ভিটামিন ই থাকে। সাপ্লিমেন্টের বদলে এগুলি খেতে পারেন। ২) বিটা ক্যারোটিন- শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিটা ক্যারোটিন খুবই উপকারী। বিটা ক্যারোটিন স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। শরীরের পেশিকে ভিতর থেকে শক্তিশালী করে। কিন্তু বিটা ক্যারোটিন সাপ্লিমেন্ট খাওয়া একেবারেই ভাল নয়। গবেষণা বলছেন, যাঁরা ধূমপান করেন, তাঁরা যদি নিয়মিত বিটা ক্যারোটিন সাপ্লিমেন্ট খেতে থাকেন, তা হলে ফুসফুসের ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। বদলে কী খেতে পারেন- গাজর, বিট, বাঁধাকপি, পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন থাকে। তাই এই সব্জিগুলি রোজের ডায়েটে রাখতে বলেন পুষ্টিবিদেরা। ৩) ক্যালশিয়াম- হাড়ের জোর বাড়ায় ক্যালশিয়াম। আর্থারাইটিস, অস্টিয়োপোরসিসের মতো বাতের ব্যথা-বেদনা হলে ক্যালশিয়াম বেশি করে খেতে বলেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু ক্যালশিয়াম ট্যাবলেট মুঠো মুঠো খেলে তার থেকে হার্টের রোগ হতে পারে বলে সাবধান করা হচ্ছে। অতিরিক্ত ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট খেলে রক্ত জমাট বাঁধার রোগ হতে পারে।

বদলে কী খেতে পারেন- এক জন প্রাপ্তবয়স্কের দিনে ১০০০ থেকে ১২০০ মিলিগ্রাম ক্যালশিয়াম জরুরি। সাপ্লিমেন্টের বদলে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, দই, চিজ, আমন্ড, সবুজ শাকসব্জি, রাগি, সয়াবিন, মাছ, ছোলা, বাদাম খাওয়া যেতে পারে। ৪) আয়রন- শরীরে আয়রনের ঘাটতি হলেই রক্তাল্পতা দেখা দেবে। আয়রনের কাজই হল শরীরের কোষে কোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া। তাই আয়রন আছে এমন শাকসব্জি, ফল বেশি করে খেতে বলেন পুষ্টিবিদেরা। আয়রনের ঘাটতি মেটাতে সুষম খাবারের বদলে অনেকেই আয়রন ট্যাবলেট বা বাজারচলতি বিভিন্ন রকম সাপ্লিমেন্ট নিয়ে থাকেন। এর ফলও হয় মারাত্মক। গবেষণা বলছে, বেশি মাত্রায় আয়রন সাপ্লিমেন্ট শরীরে ঢুকলে তার থেকে হার্ট ও লিভারের ক্ষতি হতে পারে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কোষ- কলা নষ্ট হতে শুরু করে। বদলে কী জরুরি- শরীরে আয়রনের ঘাটতি হচ্ছে কি না, তা পরীক্ষা করিয়ে জেনে নেওয়া জরুরি। তার পর চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদের পরামর্শ মতো ওষুধ ও ডায়েট ঠিক করতে হবে। রোজের খাবারে পালং শাক, কুমড়োর বীজ, ব্রকোলি, ড্রাই ফ্রুট (যেমন কিশমিশ), অ্যাপ্রিকট, বাদাম, ডালিম, কলা, আপেল রাখলে ভাল। মুসুর ডাল, মটরশুঁটি, ছোলা, মুরগির মাংসে ভাল পরিমাণে আয়রন থাকে।

৫) সেন্ট জনস ওর্ট- এটি এক ধরনের ভেষজ সাপ্লিমেন্ট, যা মানসিক অবসাদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। মানসিক চাপ বা অবসাদ কমালেও এই ওষুধের অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। সেন্ট জনস ওর্ট বিভিন্ন ওষুধের কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে। যদি কেউ হার্টের রোগের ওষুধ, ডায়াবিটিসের ওষুধ খান অথবা গর্ভনিরোধক পিল খান, তা হলে এই সব ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করে দিতে পারে সেন্ট জনস ওর্ট সাপ্লিমেন্ট। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এই সাপ্লিমেন্ট নেওয়া একেবারেই ঠিক হবে না।

৬) কাভা- কাভাও এক রকম ভেষজ সাপ্লিমেন্ট, যা মানসিক রোগের চিকিৎসায় কাজে লাগে। মানসিক চাপ, উদ্বেগ কমাতে এই সাপ্লিমেন্ট খেয়ে থাকেন অনেকে। চিকিৎসকদের দাবি, দীর্ঘ দিন ধরে কাভা খেয়ে গেলে তার থেকে লিভারের রোগ, হেপাটাইটিস, ফ্যাটি লিভার হতে পারে। এমনকি, কাভার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় লিভারের জটিল অসুখ লিভার সিরোসিস হতেও দেখা গিয়েছে। তাই সাপ্লিমেন্টের বদলে মানসিক চাপ কমাতে সুষম ডায়েট, শরীরচর্চা ও নিয়ম করে মেডিটেশন করারই পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদেরা।

শুক্রবার মন্ত্রি বিকাশ দেববর্মা একদিবসীয় এক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

বিহারের গয়ায় ১২,০০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বিহারের গয়ায় ১২,০০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি বলেন, গয়ার দ্রুত উন্নয়নে একযোগে কাজ করে চলেছে কেন্দ্র এবং বিহার সরকার।

একদিনে একসঙ্গে এতগুলি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী জানান, এই প্রকল্পগুলি বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং নগরোন্নয়ন সহ প্রধান প্রধান ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি নতুন নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। বিগত ১১ বছর ধরে তাঁর সরকারে বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরে শ্রী মোদী বলেন, গোটা দেশে গরিবদের জন্য ৪ কোটি পাকা বাড়ি নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে শুধু বিহারেই ৩৮ লক্ষের বেশি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। তিনি জানান, গয়া জেলাতেই ২ লক্ষের বেশি পরিবার তাদের নিজেদের পাকা বাড়ি পেয়েছে। প্রত্যেক গরিব মানুষের হাতে পাকা বাড়ি তুলে না দেওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

শ্রী মোদী বলেন, অপারেশন সিঁদুর ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন দিক নির্দেশ করেছে। ভারতের মাটিতে জঙ্গি পাঠিয়ে কিংবা হামলা চালিয়ে কেউই রেহাই পাবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, বিহারের দ্রুত উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির অভিযোগ তুলে বিরোধীদের নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদের বিভেদমূলক রাজনীতির জবাব দেবেন বিহারের মানুষ। বক্সারে আজ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন শ্রী মোদী। অন্যদিকে ঔরঙ্গাবাদে নবীনগর সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিহার সরকারের স্বচ্ছতার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিহারের তরুণদের নিজেদের রাজ্যেই যাতে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এই প্রকল্পে বেসরকারী ক্ষেত্রে চাকরিতে প্রথম যোগ দেওয়া কর্মীকে কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

শ্রী মোদী বলেন, যে সব প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছে, সেগুলির কাজ দ্রুত শেষ করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। গয়ায় রেল যোগাযোগের উন্নতির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। দুর্নীতির ইস্যুতেও বিরোধীদের আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। দেশকে পুরোপুরি দুর্নীতি মুক্ত করতে তাঁর সরকারের আনা সাম্প্রতিক বিলের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। একজন মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী কারগারে থেকেও কীভাবে ক্ষমতাভোগ করেন, সেই প্রশ্নও তোলেন শ্রী মোদী। এপ্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের আইনের আওতায় আনার কথাও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদি কোনও সরকারি কর্মচারী ৪৮ ঘণ্টা জেলে থাকেন, তাঁর চাকরি চলে যায়। তা তিনি গাড়ির চালক, কেরানি কিংবা পিয়ন, যাই হোন না কেন। কিন্তু মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও জেল থেকে কীভাবে সরকার চালাতে পারেন? অতীতের দৃষ্টান্ত টেনে দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, 'কিছু দিন আগে আমরা দেখেছি, কী ভাবে জেলে বসে বসে ফাইলে সই করা হচ্ছিল। সরকারের নির্দেশিকা কী ভাবে জেল থেকে জারি করা হচ্ছিল। নেতারাই যদি এমন আচরণ করেন, তবে আমরা কীভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করব?'

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অন্য কোনও মন্ত্রী গ্রেফতার হলে, ৩০ দিনের মধ্যে তাঁদের জামিন দিতে হবে। তা না হলে তাঁদের পদ ছাড়তে হবে। এই বিলের বিরোধিতা করার জন্য বিরোধী দলগুলির কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, বিরোধী দলগুলির কোনও কোনও নেতা জামিনে মুক্ত রয়েছেন। কারও কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা চলছে। তাই কারাগারে গেলে তাঁদের রাজনৈতিক স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যাবে, এই আশঙ্কা থেকেই তাঁরা বিলের বিরোধিতা করছেন বলে মন্তব্য করেন শ্রী মোদী।

দেশে এবং বিহারে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এর ফলে বিহারের সীমান্ত এলাকায় জনসংখ্যার হিসেব দ্রুত বদলে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের কোনওভাবেই বিহারের তরুণদের চাকরি কেড়ে নিতে দেওয়া হবে না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। এব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য বিহারের মানুষের কাছে আবেদন জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আজ গয়া ও দিল্লির মধ্যে চলাচলকারী অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করেন। বিহারে গঙ্গার ওপর ১.৮৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬ লেনের সেতুর পাশাপাশি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে ৮.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আরিফ মহম্মদ খান, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতিশ কুমার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং, শ্রী জিতন রাম মাঞ্জি, শ্রী গিরিরাজ সিং, শ্রী চিরাগ পাসোয়ান প্রমুখ।

লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে ও সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার: প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি,২২ আগস্ট: মহিলাদের সশস্ত্র বাহিনী ও শান্তিরক্ষা মিশনে আরও বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নীতি জোরদার করছে সরকার শুক্রবার এক বক্তব্যে এ কথা জানান ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ।জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিযুক্ত মহিলা সামরিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ভারতের অবদান সর্বাধিক, এবং আমরা মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি।"তিনি বলেন, ১৫টি দেশের মহিলা সামরিক কর্মকর্তারা জাতিসংঘের 'মহিলা মিলিটারি অবজারভার্স কোর্স'-এ অংশগ্রহণ করছেন, যা বিশ্বব্যাপী এই প্রচেষ্টার অংশ। এই কোর্সের মাধ্যমে মহিলা অফিসারদের জটিল শান্তিরক্ষা পরিস্থিতিতে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

রাজনাথ সিং বলেন, "আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ও শান্তিরক্ষা বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং নেতৃত্বের সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য নীতিগুলোকে শক্তিশালী করছি।"তিনি আরও বলেন, "মহিলা অফিসাররা অনুকরণীয়, এবং তাদের উপস্থিতি যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা মানবিক সহায়তার প্রাপ্যতা বাড়ায় ও মাঠপর্যায়ে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করে। তাদের ভূমিকায় স্থানীয় নারীদের জন্য প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত তৈরি হয়।"প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীরা "ব্লু হেলমেট" নামে পরিচিত, যা ঐক্য, শান্তি ও সংযোগের প্রতীক। তিনি বলেন, "আকাশের রং নীল আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা একই পৃথিবীর বাসিন্দা। যেমন আকাশ আশ্রয় দেয়, তেমনি শান্তিরক্ষীরাও নিরাপত্তা ও ভরসা জোগায়। সমুদ্রের মতো তারা সীমাহীন সংযোগ গড়ে তোলে।"তিনি বলেন, এই ঐক্যের চেতনার মধ্য দিয়েই মহিলা শান্তিরক্ষীদের ভূমিকাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে তারা বিশ্বাস ও কার্যকারিতায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। তিনি বলেন, "মহিলা অফিসাররা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে বিশেষত নারী ও শিশুদের সঙ্গে আরও গভীর বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হন। তারা সমাজ পুনর্গঠনে অনন্য ভূমিকা রাখেন।"

পদ্মবিলে তাঁত বুননের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: খোয়াই মহকুমা জনজাতি কল্যাণ কার্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল পদ্মবিল আরডি ব্লকের অন্তর্গত মনাইখর কমিউনিটি হলে জনজাতি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন, নকশা তৈরি বিষয়ক ৩০ দিনের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন পদ্মবিল আরডি ব্লকের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান প্রশান্ত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা কল্যাণ আধিকারিক রূপাঞ্জন দাস, পদ্মবিল ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অমিত কুমার জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পদ্মবিল আরডি ব্লকের উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সরজিত দেববর্মা। প্রধান অতিথির ভাষণে প্রশান্ত দেববর্মা তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের জনজাতি নারীদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন শুধু সংস্কৃতির পরিচর্যা নয়, তা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার অন্যতম উপায়ও। আধুনিক নকশা ও নান্দনিকতার সমন্বয়ে এই শিল্পকে নতুন উচ্চতার নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। স্বাগত ভাষণে খোয়াই মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক নৃপেন্দ্র দেববর্মা বলেন, এই ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় আয়োজন করা হচ্ছে, যাতে জনজাতি মহিলারা তাঁত বুননের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে পারেন। অন্যান্য অতিথিরাও তাদের বক্তব্যে এই ধরণের কর্মশালার ভূয়সী প্রশংসা করেন। উক্ত কর্মশালায় স্থানীয় ২০ জন জনজাতি মহিলা অংশগ্রহণ করেন।

২ কোটি টাকার নেশার

● প্রথম পাতার পর

দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আসাম রাইফেলস জানিয়েছে, অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে তারা অবৈধ কর্মকাণ্ড রুখতে এবং অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

"ওঁরা রেগে গেছেন"

● প্রথম পাতার পর

থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো সফরের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে মোদি বলেন, কলকাতার পাবলিক ট্রান্সপোর্টের আধুনিকীকরণ দেখে সবাই খুশি। কলকাতা শহর ভারতের ইতিহাস ও ভবিষ্যতের প্রতীক। তিনি জানান, কলকাতা মেট্রোর নেটওয়ার্কে প্রায় ১৪ কিমি নতুন রেললাইন যুক্ত হয়েছে এবং ৭টি নতুন স্টেশনও তৈরি হয়েছে। এই উন্নয়ন 'জীবনযাত্রার সহজতা' ও 'ভ্রমণের সহজতা' বাড়াবে বলেও দাবি করেন মোদি।

মোদির কথায়, আজ ভারতের প্রতিটি শহরে আধুনিক রেল, রোড, মেট্রো এবং এয়ারপোর্টের মধ্যে সংযুক্তির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা শহর এই পরিবর্তনের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁর বক্তব্য, হাওড়া ও শিয়ালদহ দেশের ব্যস্ততম দুই স্টেশন, এখন মেট্রোর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে। হাওড়া সাবওয়ের ফলে যাত্রীদের জন্য মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি আরও সহজ হয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দরও মেট্রো রুটে যুক্ত হয়েছে, যা শহরের নানা প্রান্ত থেকে যাতায়াত সহজ করবে।

পশ্চিমবঙ্গ ১০০ু রেল ইলেকট্রিফিকেশনের রাজ্যগুলোর মধ্যে পড়েছে বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুরুলিয়া থেকে হাওড়া পর্যন্ত মেমু ট্রেন চালুর বহুদিনের দাবি আমরা পূরণ করেছি। রাজ্যে এখন ৯টি বন্দে ভারত ট্রেন এবং ২টি অমৃত ভারত ট্রেন চলছে। তিনি জানান, কোণা এক্সপ্রেসওয়ে সম্পূর্ণ হলে বন্দর সংযোগ আরও মজবুত হবে এবং এই উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের ভিতকে দৃঢ় করবে।

এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ডঃ সি. ভি. আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, রবনীত সিং বিট্টু, এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার প্রমুখ।

১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশন

● প্রথম পাতার পর

অধিবেশনের আগে বিজনেস এডভাইজারি কমিটির (বিএসি) বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ওই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে অধিবেশন কতদিন চলবে এবং কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

বর্তমান সরকারের

● প্রথম পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা সিপিআইএম নেতা মানিক দে। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "রাবার শিল্প রাজ্যের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। অথচ সরকারের উদাসীনতায় আজ এই শিল্প ধ্বংসের পথে। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি না মেনে তাঁদের সঙ্গে অবিচার করা হচ্ছে।"

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতৃত্বরা। তাঁরা স্পষ্ট জানান, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় এই আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে। প্রয়োজনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটা হবে।

ভোটার তালিকায় নাম

● প্রথম পাতার পর

অনলাইনে গ্রহণ করতে হবে, এবং শারীরিক কাগজপত্র জমা দেওয়ার উপর জোর দেওয়া যাবে না।

এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সুর্য্য কান্ত ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ। তারা বিহারে এসআইআরের নির্দেশ নিয়ে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার শুনানির সময় এই আদেশ দেন।

আদালত বিহারের ১২টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে এই মামলায় অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছে, যদি তারা ইতিমধ্যেই এই মামলার পক্ষ না হয়ে থাকে। পাশাপাশি, রাজনৈতিক দল ও বুথ লেভেল এজেন্টদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে তারা যাঁরা নাম অন্তর্ভুক্তির ফর্ম পূরণ করতে পারেননি তাঁদের সহায়তা করেন।

সুপ্রিম কোর্টের এক গুরুত্বপূর্ণ আদেশে জানানো হয়েছে, বিহারে চলমান স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশনের পর্বে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নাগরিকরা এখন অনলাইনের মাধ্যমে তাদের দাবি ফর্ম জমা দিতে পারবেন এবং এর জন্য বাধ্যতামূলকভাবে শারীরিক নথিপত্র জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আদালত স্পষ্ট করেছে, নির্বাচন কমিশনের তালিকাভুক্ত ১১টি স্বীকৃত নথির যেকোনো একটি অথবা শুধুমাত্র আধার কার্ড দিয়েই এই আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া, শীর্ষ আদালত বুথ লেভেল অফিসারদের উদ্দেশে নির্দেশ জারি করে বলেছে, ফিজিক্যাল ফর্ম জমা পড়লে, তার রসিদ প্রদানে গাফিলতি চলবে নাবিএলওদের অবশ্যই রসিদ দিতে হবে।

এদিকে, শুনানিতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম খসড়া তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং সেই তালিকা ইতিমধ্যেই বিহারের ৩৮টি জেলার জেলা নির্বাচন অফিসারের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকায় প্রত্যেক ভোটার নাম বাদ পড়ার কারণও (যেমন মৃত্যু, বাসস্থান পরিবর্তন বা ডুপ্লিকেট এন্টি) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আদালতের পূর্ববর্তী, ১৪ আগস্টের অন্তর্বর্তী আদেশ অনুযায়ী, বাদপড়া ভোটারদের তালিকা নম্বর অনুযায়ী সার্চযোগ্যভাবে জেলা ও রাজ্যের নির্বাচন অফিসারদের ওয়েবসাইটে আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তা সংবাদপত্র, টিভি ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বলা হয়। সার্বিকভাবে, শীর্ষ আদালতের এই পদক্ষেপ বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলবে এবং নিশ্চিত করবে যে কেউই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন।

ভোট চুরি ইস্যুতে উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা ও কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

নেতৃত্বরা অভিযোগ করেন, দেশে বর্তমানে ভোট চোর ও গদি চোর স্লোগান সামনে রেখেই কংগ্রেস আন্দোলনে নেমেছে। ত্রিপুরায় এই কর্মসূচি উদয়পুর থেকে শুরু হয়ে আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর কৈলাশহরে শেষ হবে। তাঁদের বক্তব্য, দেশ আজ গভীর সংকটে। বিজেপি ভোট চুরি ও গদি চুরি করেই ক্ষমতায় টিকে আছে। ইতিমধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সারাদেশে নির্বাচনী কারচুপির তথ্য জনসমক্ষে তোলা হচ্ছে।

নেতৃত্বরা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকারও সমালোচনা করে বলেন, বিহারে এসআইআর নামে ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, অথচ তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবিত। এই কাজ ধরা পড়ে যাওয়ায় মানুষের ক্ষোভ বেড়েছে।

সুদীপ রায় বর্মন সভায় সিপিএমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আর দেরি নয়, কংগ্রেসের সঙ্গে মিলেমিশে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে।" তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, সিপিএমের মন্ত্রীত্বকালে উগ্রপন্থীদের হাতে খুন হলেও কংগ্রেস আন্দোলন করেছে, কিন্তু ক্ষমতার জন্য মাথা নত করেনিআজও করবে না।

তিনি প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মাকেও কটাক্ষ করে বলেন, তাঁর দল বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বিজেপির সমালোচনা করে জানান, দেশে বেকারত্ব চরমে, নিত্যপণ্যের দাম আকাশছোঁয়া, ওষুধের দাম প্রতিদিন বাড়ছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ভেঙে পড়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, উদয়পুরে শিক্ষক খুনের ঘটনায় অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়েছে, আইনের শাসন নেই।

সুদীপ রায় বর্মন আরও বলেন, রাজ্য নেশায় ডুবে যাচ্ছে। নেশার সঙ্গে যুক্তদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারছে না, কারণ তারা শাসক দলের লোক। বিরোধীদের উপর যারা হামলা চালাচ্ছে তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "এই পথ থেকে সরে আসুন, নইলে আগামী দিনে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হবে।"

শুক্রবার কংগ্রেসের এই সভাকে ঘিরে যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা না হয়, তার জন্য পুলিশ প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে ছিল।

নাবালিকা গণ ধর্ষণের

● প্রথম পাতার পর

রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় লিখিত আকারে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। রাধা কিশোরপুর মহিলা থানায় পুলিশ এই অভিযোগ গ্রহণ করেই শুক্রবার দুপুরে ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিম গাড়িটিকে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে।

এই ব্যাপারে রাধাকিশোর পুর মহিলা থানায় একটি মামলা রুজু হয়। যার নম্বর ৩০/২০২৫ এবং ৬৪১/৬১(২) বিএনএস এবং পক্সো আইনে একটি মামলা নথিভুক্ত করে। রাধা কিশোর পুর মহিলা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্যাতিতা নাবালিকা মেয়েটিকে শারীরিক পরীক্ষা করা হয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে। মামলার তদন্তকারী অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর রুবি বৈদ্য ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দেশের মুখ পুড়িয়ে বিজিবি

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে বিএসএফ। নয়তো, সীমান্তে পাচার বাণিজ্য ও পাচারকারীদের মদতদাতা বিজিবি জওয়ান মহম্মদ সিরাজকে ভারতের জেলের ঘানি টানতে হতো। তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট, নিজ দেশের মুখ পুড়িয়ে ওই বিজিবি জওয়ান বাংলাদেশে ফেরত গেছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বিজিবির ৬০ নং ব্যাটেলিয়ানের মাদলা বিওপির জওয়ান মহম্মদ সিরাজ সশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ইন্দো-বাংলা ত্রিপুরা সীমান্তের জিরো পয়েন্টের প্রায় ১৫০ মিটার ভেতরে প্রবেশ করেন। তাঁকে দেখেই বিএসএফের ৪৯ নং ব্যাটেলিয়ানের কামথানা বিওপি-র জওয়ানরা থামতে নির্দেশ দেন। কিন্তু, ওই বিজিবি জওয়ান বিএসএফের উপস্থিতি ও আদেশ শুনেই বাংলাদেশে পালাতে থাকেন। তবে, বিএসএফ জওয়ানরাও দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ভারতের সীমানায় আটক করতে সক্ষম হয়েছেন।

সূত্রের দাবি, সীমান্তে পাচার বাণিজ্য এবং পাচারকারীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যেই বিজিবি-র ওই জওয়ান সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সীমান্তে বিভিন্ন অনৈতিক কার্য্যকলাপের সাথেও তাঁর যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু, বিএসএফের কঠোর নজরদারির কারণে তিনি আজ ধরা পড়েছেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের মাদলা সীমান্ত এলাকায় পাচার বানিজ্যের স্বর্গ রাজ্য হিসেবেই কুখ্যাতি রয়েছে। প্রায়শই ওই এলাকায় মাদক সামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে। গত ৫ মে বিএসএফের গুলিতে এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়েছিল। গুলিবিদ্ধ অপর পাচারকারীকে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে চিকিতা করানো হয়েছিল।

খবর পেয়েই গতকাল থেকেই বিজিবি জরুরি ভিত্তিতে বিএসএফের সাথে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের তোড়জোড় করেছিল। ওই বিজিবি পাচারকারীদের মদতদাতা, সেই প্রমাণ বিএসএফের কাছে রয়েছে। তবুও, বিজিবি শীর্ষ স্তরের কর্মকর্তাদের অনুনয় বিনয় এবং ওই জওয়ানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বিএসএফ তাঁকে দেশে ফেরত পাঠাতে রাজি হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে, বিএসএফ এই ঘটনাকে ঘিরে বিজিবিকে কড়া হুশিয়ারী দিয়েছে, ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা না হোক, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের সম্প্রীতির জন্য সহায়ক হবে।

দেশীয় আধুনিক

● প্রথম পাতার পর

তাই আমাদের প্রযুক্তিগতভাবে নিরাপদ থাকা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যে নিযুক্ত আসাম রাইফেলস বাহিনী রাজ্যের সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ড্রোন ব্যবহার করছে। আজ আসাম রাইফেলস ময়দানে এই বাহিনীর উদ্যোগে একটি ড্রোন শো এবং প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এছাড়াও ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী সহ আরক্ষা এবং আসাম রাইফেলস বাহিনীর পদস্থ আধিকারিকগণ।

ড্রোন শো-তে আসাম রাইফেলস বাহিনীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের ড্রোন জরুরি প্রয়োজনে কিভাবে কাজ করে এবং সেনাবাহিনী এর উপর ভিত্তি করে কিভাবে অপারেশন সম্পূর্ণ করে তা উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। তাছাড়া প্রদর্শনীতে রাখা বিভিন্ন ড্রোনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসাম রাইফেলস বাহিনীর আধিকারিকগণ মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিদের অবগত করেন।

সংবিধান সংশোধনী

● প্রথম পাতার পর

সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে এডিসিকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হবে এবং সরাসরি অর্থ বরাদ্দ হবে।"

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। অভিযোগ ওঠে, তিনি দলের রণকৌশল ফাঁস করেছেন। এমনকি বিজেপি শরিক তিপ্রা মথা শিবিরেও এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাতেই তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত বিক্রম মাণিক্য দেববর্মা সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানান। যদিও তিনি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার নাম উল্লেখ করেননি, তবে বলেন, "একজন প্রবীণ দায়িত্বশীল নেতার মুখে এমন মন্তব্য শোনা দুঃখজনক।"

প্রদ্যোত কিশোর জানান, তিনি এ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও রাজ্যের জন্য আলাদা করে ১২৫তম সাংবিধানিক সংশোধনী কার্য্যকর করা সম্ভব নয়। এটি বিভ্রান্তিকর দাবি। যদি সংশোধনী কার্য্যকর হয়, তবে তা সারা দেশের ১০টি জেলা পরিষদের জন্যই প্রযোজ্য হবে। বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা শুরু হতেই শুক্রবার ফের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি বলেন, "মথা সুপ্রিমো কোথাও আমার নাম উল্লেখ করেননি। তিনিও আমাকে নিয়ে সরাসরি কিছু বলেননি।" তবে নিজের বক্তব্য থেকে পুরোপুরি সরে আসেননি মন্ত্রী। তিনি জানান, দিল্লিতে তাঁদের মূল বৈঠক হয়েছে আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। এডিসি এলাকায় বিজেপি যথেষ্ট শক্তিশালী বলেও দাবি করেন তিনি।

আগামী এডিসি নির্বাচনে তিপ্রা মথার সঙ্গে জোট হবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, "এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দিল্লি। রাজ্যে আমরা দিল্লির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করি, স্থানীয়ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না।"

শুক্রবার বিবিএমসি কলেজের গোল্ডেন জুবলি অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথজিউ মন্দিরে রাজ্যপাল

আগরতলা, ২২ আগস্ট: বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথজিউ মন্দিরের প্রধান পুরহিতের ডাকে সাড়া দিয়ে মন্দির দর্শনে গেলেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্ডেসেনা রেড্ডি নাল্লু।

বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউমন্দিরের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে মন্দিরের প্রধান পুরহিত প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস। প্রভুর উদ্দ্যোগে মন্দিরে প্রতিনিয়ত নানান ধর্মীয় কর্মসূচী অনুষ্ঠীত করা হয়। প্রভুর উদ্দ্যোগে আয়োজিত ধর্মীয় কর্মসূচীর মধ্যে রাজ্য ও বহিরাজ্য থেকে ব্যপক হারে ভক্তদের সমাগম ঘটে। বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউমন্দিরে আয়োজিত রথ সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

এইবছর রথযাত্রায় উপস্থিত থাকার জন্য ত্রিপুরার রাজ্যপালকে আমন্ত্রন জানানো হলেও উনার ব্যস্ততার জন্য আসতে পারেননি। অবশেষে শুক্রবার দক্ষিন জেলা সফর শেষে আগরতলা ফেরার পথে প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে মন্দিরে আসলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। মন্দিরে এসে তিনি সকলের মঙ্গল কামনায় পূজা দিলেন। আজকের দিনে মন্দিরে রাজ্যপালের আগমনকে কেন্দ্র করে মন্দিরের ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক আনন্দের বাতাবরন লক্ষ্য করা যায়।

সংসদে নিরাপত্তা ভাঙ্চুর, প্রাচীর টপকে অনুপ্রবেশ, নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে আটক

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট : আজ সকালে সংসদের নতুন ভবনে বড়সড় নিরাপত্তা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, একজন ব্যক্তি গাছ বেয়ে উঠে প্রায় ২০ মিটার উঁচু দেওয়াল টপকে সংসদ ভবনের ভিতরে প্রবেশ করেন। ঘটনার সময় সকাল প্রায় ৬টা ৩০ মিনিট।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, অনুপ্রবেশকারী রেল ভবন সংলগ্ন অংশ থেকে প্রাচীর টপকে সংসদের গরুড় গেট পর্যন্ত পৌঁছে যান। ওই গেট দেওয়াল থেকে আনুমানিক ১৫ মিটার দূরে অবস্থিত।

নিরাপত্তা রক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটক করেন এবং বর্তমানে তাকে জেরা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

এই ঘটনার মাত্র একদিন আগেই শেষ হয়েছে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন, যা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে কার্যত ব্যাহত হয়েছে।

এর আগেও ২০২৩ সালে সংসদে অনুরূপ নিরাপত্তা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছিল, যখন একজন যুবক সংসদের অ্যানেক্স ভবনের দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে পড়েন। সে সময়ও সিআইএসএফ জওয়ানরা ওই ব্যক্তিকে আটক করেছিলেন। তার কাছ থেকে কিছু সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি।

২০২৩ সালের আরেকটি গুরুতর নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায়, সংসদে ২০০১ সালের সন্ত্রাসবাদী হামলার বর্ষপূর্তিতে, সাগর শর্মা ও মনোরঞ্জন ডি নামক দুই ব্যক্তি সংসদের লোকসভা কক্ষে জনসাধারণের গ্যালারি থেকে লাফিয়ে পড়ে ক্যানিস্টার থেকে হলুদ ধোঁয়া ছাড়েন এবং স্লোগান দেন। প্রায় একই সময়ে, আরও দুজন অভিযুক্ত আমোল শিন্ডে এবং নীলম আজাদ সংসদ ভবনের বাইরে রঙিন ধোঁয়া ছেড়ে স্লোগান দিতে থাকেন: 'তানাশাহী নেই চলেগি'। সব অভিযুক্তদের পুলিশ পরে গ্রেফতার করে।

এই মামলায় আরও দুজন মহেশ কুমাওয়াত এবং ললিত ঝা -কেও গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, চলতি সপ্তাহেই দিল্লি হাইকোর্ট দিল্লি পুলিশকে ওই নিরাপত্তা ভাঙচুর মামলায় অভিযুক্ত ললিত ঝার জামিন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দিতে বলেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তিপ্রাল্যান্ড দাবি দিবসকে কেন্দ্র করে শহরে আইপিএফটি - র প্রচারসজ্জায় অংশ নিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া

আগরতলা, ২২ আগস্ট: তিপ্রাল্যান্ড দাবি দিবসকে সামনে রেখে আগামী ২৩শে আগস্ট রাজধানী আগরতলায় মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে আইপিএফটি (ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা)। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন শহরের কেন্দ্রে আয়োজিত হবে জনসভা, যেখানে হাজার হাজার সমর্থকের উপস্থিতি প্রত্যাশিত।

সমাবেশের পূর্ব মুহূর্তে রাজধানী শহরের বিভিন্ন রাস্তা, মোড় ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সংগঠনের পতাকা টাঙাতে দেখা গেল আইপিএফটির মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়াকে। নিজ হাতে পতাকা লাগিয়ে সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে দেখা যায় তাঁকে।

মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া জানান, ২৩ আগস্টের এই সমাবেশে প্রতিবছরের মত এবছরেও দিনটি পালিত হবে। এক মহা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষণীয় থাকবে বলে আশাবাদী মন্ত্রী।

উত্তর জেলায় অবৈধ বার্মিজ সিগারেট পাচার চলছে নির্বিঘ্নে, নীরব প্রশাসন

ধর্মনগর, ২২ আগস্ট: উত্তর জেলায় নির্দিষ্ট একটি রুটে অবৈধ বার্মিজ সিগারেট পাচার চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মিজোরাম থেকে দামছড়া হয়ে পানিসাগর, তিলথৈ ও যুবরাজনগরের আনন্দবাজার পেরিয়ে কৈলাশহর ও কুমারঘাট পর্যন্ত এই রাস্তাটি এখন পাচারের নিরাপদ করিডোর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুলিশের নীরব সহযোগিতা ও মাসোহারা বাণিজ্যের মাধ্যমে এসব অবৈধ সিগারেট শুধুমাত্র রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নয়, বাংলাদেশেও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যদিও মাঝে মধ্যে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ছে চালান। যেমন ১১ জুলাই ভোরে কৈলাশহর পুলিশ আটক করে ৮৩ কার্টুন বার্মিজ সিগারেট, বাজারমূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। আবার ৬ আগস্ট চিনি বাগান নাকায় পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয় ৩৯ কার্টুন সিগারেট, বাজারমূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা।

তবে স্থানীয়দের প্রশ্ন, দামছড়া, পানিসাগর ও যুবরাজনগরের আনন্দবাজার নাকা পয়েন্টে সবসময় পুলিশি চেকিং থাকা সত্ত্বেও কীভাবে লরি বোঝাই সিগারেট সহজেই কৈলাশহরে পৌঁছে যায়? অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে পাচারকারীরা নির্দিষ্ট রুট ব্যবহার করলেও পুলিশ দেখেও না দেখার ভান করে। এমনকি নাকা পয়েন্টে প্রতিটি গাড়ির কাগজপত্র ও মালামাল তল্লাশি করা হলেও, সিগারেট বোঝাই গাড়ি পার হয়ে যায় সহজেই।

গতকাল রাতেও একই ঘটনা ঘটে। আনন্দবাজার নাকা পয়েন্টে পুলিশ আটক করে ১৭ কার্টুন বার্মিজ সিগারেট, তবে গোপন সূত্রে জানা যায় প্রায় ৩০০ কার্টুন পাচারকারীরা পার করে দিতে সক্ষম হয়েছে পুলিশের নীরব সহযোগিতায়। যদিও ধর্মনগর থানার ওসি মিনা দেববর্মা এ বিষয়ে কোনো তথ্য জানেন না বলে দাবি করেছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিরাতে দ্রুতগতিতে পাচারকারীরা নেশাজাতীয় সামগ্রী বহন করলেও রাতের টহলদার বাহিনীর নজরে কিছুই আসে না। এর ফলে উত্তর জেলার পাহাড়ি ও সমতল অঞ্চলে বার্মিজ সিগারেট, সুপারি, এমনকি গরু পর্যন্ত অনায়াসে প্রবেশ করছে। এতে ধ্বংসের পথে যাচ্ছে যুবসমাজ।

জনগণের দাবি, প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ যেন কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে নাকা পয়েন্টগুলোতে কড়া নজরদারি ও তল্লাশির ব্যবস্থা করেন। তবেই অবৈধ সামগ্রী রোধ হবে এবং নেশার কবল থেকে যুব সমাজকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

বেতন না পেয়ে তীব্র আর্থিক সংকটে ২৬ জন কর্মী, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরে ডেপুটেশন

আগরতলা, ২২ আগস্ট: টানা পাঁচ মাস ধরে বেতন বন্ধ। চরম আর্থিক সংকটে দিন গুনছেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীনে এমভিইউ প্রকল্পে নিযুক্ত ২৬ জন চালক, সহকারী ও কল এক্সিকিউটিভ। বৃহস্পতিবার তারা সম্মিলিতভাবে দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন জমা দেন এবং তাদের বকেয়া বেতন ও অন্যান্য দাবিদাওয়া দ্রুত মেটানোর আহ্বান জানান।

ডেপুটেশনে কর্মীরা অভিযোগ করেন, প্রকল্প শুরুর দিন থেকেই বেতন প্রদানে অনিয়ম ও দেরি হচ্ছে। গত পাঁচ মাস ধরে এক টাকাও না পাওয়ায় পরিবারের খরচ চালানো থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো পর্যন্ত তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। অনেকে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

কর্মীদের বক্তব্য, তারা প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের এমভিইউ প্রকল্পে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন। পশুপালকদের দরজায় দরজায় পৌঁছে সেবা দেওয়া, সময়মতো কল রিসিভ করা, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ সামলাচ্ছেন তারা। অথচ এত কষ্ট করেও মাসের পর মাস বেতন না পাওয়ায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা।

এদিন তাদের ডেপুটেশনে তিন দফা মূল দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। দাবিগুলি হল, অবিলম্বে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া, ভবিষ্যতে নিয়মিত ও সময়মতো বেতন প্রদানের নিশ্চয়তা, চালক ও সহকারীদের পদ স্থায়ীকরণ এবং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা প্রদান। এখন দেখার দপ্তর তাদের দাবিগুলি মেনে নেয় কিনা।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

বিশালগড়, ২২ আগস্ট: রাঙ্গাপানিয়া নদীতে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আজ সকালে বাথানমুড়া ভিলেজের আমতলি এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে ভেসে ওঠা মৃতদেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়।

খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে, ব্রজপুর দাস পাড়ার বাসিন্দা পরিতোষ রায়ের দেহ এটি। কারণ, গত চারদিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

এদিন মৃতদেহ উদ্ধারের পর এলাকায় ভিড় জমে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই দাবি করেন, উদ্ধার হওয়া মৃতদেহ নিখোঁজ পরিতোষ রায়েরই। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ এবং মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

ঘটনাস্থলে বিশালগড় থানার পুলিশ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এদিকে হঠাৎ করে নিখোঁজ হওয়ার পর চারদিন পর নদী থেকে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নাকি খুন , তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

লেম্বুছড়াস্থিত কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের, একলব্য পরিসরে নেশামুক্ত ভারত অভিযানের আয়োজন

আগরতলা, ২২ আগস্ট: লেম্বুছড়াস্থিত কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের, একলব্য পরিসরে আজ নেশামুক্ত ভারত অভিযান শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মাদকাসক্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং একটি সুস্থ, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি আযোজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গের উপস্থিতি এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের উদ্দীপনামূলক অংশগ্রহণ দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানে ব্যাকরণ বিভাগাধ্যক্ষ ও সহযোগী অধ্যাপক ড. উমেশ মিশ্র প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার গুরুত্ব ও সচেতনতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে থেকে ইতিবাচক ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে শক্তি নিয়োজিত করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন একলব্য পরিসরের নির্দেশক অধ্যাপক মখলেশ কুমার। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তুলে ধরে বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মাদকমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি এই উদ্যোগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বিত শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রশংসা করেন।

এই অভিযানের মূল সমন্বয়ক ছিলেন শিক্ষাশাস্ত্র বিভাগীয় সহকারী অধ্যাপক ড. নন্দদুলাল মণ্ডল। যোগবিজ্ঞান বিভাগীয় অধ্যাপক ড. আসরফ আলম খান, অংশগ্রহণকারীদেরকে মাদকমুক্ত জীবনযাপনের শপথবাক্য পাঠ করান। পুরো অনুষ্ঠানটির মঞ্চ সমন্বয় করেন ধর্মশাস্ত্র বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সৌম্যজ্যোতি সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনায় অন্ত্যোদয় পরিবারভুক্ত মেয়ে সন্তানের বিবাহের জন্য ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে: মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনায় অন্ত্যোদয় পরিবারভুক্ত বিবাহযোগ্য মেয়ে সন্তানের বিবাহের জন্য ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। ২০ আগস্ট রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, ২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী অন্ত্যোদয় শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনায় অন্ত্যোদয় পরিবারের কোনও ব্যক্তি প্রয়াত হলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে চিফ মিনিস্টার স্কিম ফর মেন্টালি চ্যালেঞ্জ পার্সনস নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করবে। এই প্রকল্পের আওতায় শুধুমাত্র মানসিকভাবে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা ৫ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। খাদ্যমন্ত্রী জানান, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে সি.ডি.পি.ও.-র ৪টি শূন্য পদে লোক নিয়োগ করা হবে। টি.পি.এস.সি.-র মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

গ্রামের একমাত্র রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ আগস্ট: দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের একমাত্র রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভে ফুঁসছে কৈলাসহরের ভগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর ওয়ার্ডের ডলুছড়া গ্রামের মানুষ।

অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বারবার আশ্বাস দিলেও এখনও পর্যন্ত রাস্তার স্থায়ী সংস্কার হয়নি। ডলুছড়া গ্রামের প্রায় কুড়ি পরিবারের বসবাস। সকলেই শ্রমজীবী মানুষ। গ্রামের একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা ইট সলিং হলেও দীর্ঘদিন ধরে তা সংস্কার না করায় বর্তমানে রাস্তাটি সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে গ্রামের প্রবেশপথে ডলুছড়ার জলে রাস্তার মাটি তলিয়ে যাওয়ায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গ্রামে কোনো ছোট-বড় গাড়ি ঢুকতে পারছে না। এর ফলে অসুস্থ রোগীকে কোলে বা কাঁধে করে প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এমনকি মৃতদেহ শ্মশানঘাটে নিয়ে যেতেও গ্রামবাসীদের একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বর্ষা এলেই বা টানা কয়েকদিন বৃষ্টি পড়লেই ছড়ার জলে বাঁশের ভেড়া ভেঙে যায়, মাটিও তলিয়ে যায়। ফলে রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে চলাফেরাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ স্থায়ী সমাধানের জন্য গার্ড ওয়াল নির্মাণ না করে প্রতিবছর শুধু বাঁশের ভেড়া দিয়ে অস্থায়ী ব্যবস্থা নেয়। গতবছরও একইভাবে কাজ হয়েছিলো, কিন্তু তাতেও সমাধান হয়নি। এবছরও এক মাস আগে বাঁশের ভেড়া বসালেও মাটি ফেলে দেওয়া হয়নি।

গ্রামবাসীরা আরও অভিযোগ করেছেন, এই রাস্তার কাজের জন্য প্রায় ১৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হলেও মাত্র এক হাজার টাকার বাঁশ কিনে বাকী টাকা হাফিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই তাঁরা এব্যাপারে গৌরনগর ব্লকের বিডিও'র দারস্থ হবেন।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবসকে সামনে রেখে রাজযোগিনী দাদি প্রকাশমনি জির ১৮তম পূণ্য তিথি উপলক্ষ্যে মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ আগস্ট: বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবসকে সামনে রেখে রাজযোগিনী দাদি প্রকাশমনি জির ১৮তম পূণ্য তিথি উপলক্ষে শুক্রবার বেলা ১২ ঘটিকায় প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মনগর শাখার উদ্যোগে এক মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন উত্তর জেলার সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক সুকান্ত দাস ভোলান্টারী ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা সহ প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মনগর শাখার কর্ণধার মামনি বেহেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগদান করে এনএসএস , ভোলান্টারী ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন, লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাবের সদস্যরা।

সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন উত্তর জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের কর্মীরা। আলোচনা রাখতে গিয়ে প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মনগর শাখার কর্ণধার মামনি বেহেন বলেন, আজ ভারতবর্ষ সহ নেপাল রাষ্ট্রে ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত ১০০ ঘন্টার মধ্যে ১ লাখ ইউনিট রক্ত জমা করে গ্রিনিস বুকে রেকর্ড গড়ার স্বপ্নে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এদিন ৪০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমাজের সর্ব অংশের মানুষজন ন

ফের শহরের প্রাণকেন্দ্রে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চোরের হানা, লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতির দাবি ব্যবসায়ীর

আগরতলা, ২২ আগস্ট: ফের রাতের অন্ধকারে চুরির ঘটনার শিকার হলেন এক সাধারণ ব্যবসায়ী। রাজধানীর রামনগর ৪ নং রোড এলাকায় অমলেন্দু দত্ত মজুমদারের মালিকানাধীন একটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকানে চোরের দল হানা দেয়। প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতেও দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান দোকানদার। কিন্তু আজ সকালে দোকানে এসে তিনি দেখেন, দোকানের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উধাও এবং কেশবাক্স থেকে নগদ অর্থ চুরি হয়েছে।

দোকান মালিকের দাবি, অন্তত এক লক্ষ টাকার মতো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই চুরিতে। শুধু দোকানের মালপত্রই নয়, নগদ টাকাও হাতিয়ে নিয়েছে চোরেরা। দোকানের পাশের একটি নির্মীয়মান দালান থেকে দোকানের ছাদ দিয়ে দোকানে প্রবেশ করেছে চোর।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আশপাশের লোকজনের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাতের বেলা পর্যাপ্ত পুলিশ টহল না থাকার কারণে এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে। ব্যবসায়ীরাও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তারা প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

বামপন্থী ছাত্র সংগঠন রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনামুড়া বিভাগেও এই সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৎপর কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২২ আগস্ট:বামপন্থী ছাত্র সংগঠন রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনামুড়া বিভাগেও এই সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৎপর হয়ে কর্মীরা জনতার মতামত ও শিক্ষার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা উচ্চারণের লক্ষ্যে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করছে। এতে সংগঠন সূত্রের খবর যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাচ্ছে মানুষের কাছ থেকে এমনটাই মনোভাব ব্যক্ত করলেন সংগঠনের সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক আনিসুর রহমান।

গোটা মহকুমার- বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্যিক এলাকায় গিয়ে তারা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করবেন ৫ হাজার। তারমধ্যে শুক্রবার অব্দি ৩ হাজার ৫০০ জনের কাছ থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন। শুক্রবার, সোনামুড়ার কুলু বাড়িতেও সংগঠনের নেতা কর্মীরা সংগঠিত হয়ে এজাতীয় স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন বাণিজ্যিক এলাকায়। ওখানের মানুষ নাকি ৮০ু যথেষ্ট সাড়া দিয়েছে। শিক্ষার সংক্রান্ত দাবি গুলির বাস্তবতা নিয়ে।

বামপন্থী ছাত্র সংগঠন শিক্ষার সংক্রান্ত তাদের যে, দশ দফা দাবি সেগুলি মানুষকে তারা জানান দিচ্ছেন। এই দৃষ্টিতেই মানুষও গণস্বাক্ষরে ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া দিচ্ছেন।

তাদের দাবি হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগ করা এছাড়া অন্যান্য গাভীর মধ্যে যেমন, রাজ্যে নেশার রমরমা বন্ধ করা, ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অতিরিক্ত ফি চাপানো চলবেনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।যথা সময়ে স্কলারশিপ প্রদান করতে হবে, কলারশিপ এর পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রি ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং শিক্ষা বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরন বন্ধ করা।

শিক্ষা শেষে কাজের সুনিশ্চিত করা, অতি দ্রুততার সাথে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা। সংবিধানের ককবরক ভাষাকে অষ্টম তহশীলর অন্তর্ভুক্ত করা। এই সমস্ত দাবিগুলি নিয়ে তারা মানুষের কাছে উপস্থিত হচ্ছেন এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। স্বাক্ষর সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ার পর তারা রাজ্যপালের কাছে গিয়ে গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি দাবিগুলি তুলে দিয়ে অনুরোধ জানান। কিছুদিন অপেক্ষার পর প্রয়োজনে গোটা রাজ্যের সাথে সোনামুড়া বিভাগে ও আন্দোলন সংগ্রামে রাস্তায় নামবেন এমনটাই জানালেন একান্ত সাক্ষাতে সংগঠনের বিভাগীয় সম্পাদক আনিসুর রহমান ও অন্যান্য কর্মীরা।

রাজ্য সরকার নারী সশক্তিকরণে অগ্রাধিকার দিয়েছে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যুবক ও যুবতীদের স্বাবলম্বী করার জন্য নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তবে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য যুবক ও যুবতীদের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তবেই তারা লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় আজ মেলারমাঠস্থিত পশ্চিম জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৫ জন যুবক ও যুবতীর মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করে একথা বলেন। এই কার্যালয়ের উদ্যোগে এই ২৫ জন যুবক ও যুবতীকে ১০ দিনব্যাপী সেলাইর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নেশামুক্ত ভারত অভিযানে আজ এই সেলাই মেশিনগুলি প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, দেশে বস্ত্র শিল্পের এক বড় বাজার রয়েছে। আমাদের রাজ্যে প্রায় ৪০ ধরণের খেলাধুলার জন্য বহু টাকার খেলার পোশাক বর্হিরাজ্য থেকে ক্রয় করতে হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই কারিগররা এই পোশাকগুলি তৈরী করলে তারা এখানেই বাজারজাত করতে পারবেন। এতে তাদের আর্থিক ও সামাজিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার নারী সশক্তিকরণে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৫০ হাজারের বেশি স্বসহায়ক দল রয়েছে। অনেক লাখপতি দিদি রয়েছেন। সেলাই সহ অন্যান্য স্বউদ্যোগী ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করলে আপনা আপনি তারা নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবে। নেশার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার নেশামুক্ত রাজ্য গড়ার জন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করছে। যারা নেশা করছে তাদেরকে নেশামুক্ত করতে হবে। এ কাজে শুধু রাজ্য সরকার নয়, প্রতিটি পরিবারকে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, নেশা আসক্তদের চিকিৎসার জন্য বিশ্রামগঞ্জে ১০০ শয্যার একটি নেশামুক্ত হাসপাতাল গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল ও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পশ্চিম জেলার পরিদর্শক দীপক লাল সাহা। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অসিত কুমার দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নেশামুক্তির বিষয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী সহ অতিথিগণ ২৫ জন যুবক ও যুবতীর হাতে একটি করে সেলাই মেশিন ও শংসাপত্র তুলে দেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের পশ্চিম জেলা পরিদর্শকের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে দুদিন ব্যাপী ভাদ্র মেলার উদ্বোধন হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ আগষ্ট: শুক্রবার সন্ধ্যায় কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে দুদিন ব্যাপী ভাদ্র মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন, মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সিপাহী জেলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা প্রমুখ।

শুক্রবার কমলাসাগর (কসবা) গ্রামীন পর্যটন কেন্দ্রে শুরু হল দুদিন ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী ভাদ্র মেলা।

ক্রীড়াঙ্গন

দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্স সিদ্ধার্থের হার্ভে-কে নক আউট করে মৌচাক ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে মৌচাক ক্লাব। বিদায় হার্ভের। ৩ উইকেটের ব্যবধানে কর্তৃত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে মৌচাক ক্লাব প্রথমবারের মতো আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেট এর ফাইনালে প্রবেশ করেছে। এদিকে, দুর্দান্ত খেলে সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছে আজ, শুক্রবার হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেতে হয়েছে হার্ভে ক্লাব কে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে যথাসময়ে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে হার্ভে ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৪০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে বিশাল শীলের ৭৪ রান এবং অধিনায়ক অর্কজিৎ সাহার ৪২ রান উল্লেখযোগ্য। বিশাল ৫৬ বল খেলে পাঁচটি করে বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৪ রান সংগ্রহ করে। অর্কজিৎ ৪২ রান পেয়েছে ৮১ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি সহযোগে। মৌচাকের বোলার সিদ্ধার্থ দেবনাথ ৪৩ রানে চারটি এবং আরিফ মিয়া ৮২ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া মানিক আহমেদ, জয় অধিকারী ও রোহিত বর্মন পেয়েছে একটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ক্লাবের ব্যাটার্সরা ২৮ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়ে ৯৯ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে বৃষ্টি থামলে পুনরায় খেলা শুরু হলে ডিএলএস মেথডে ওভার সংখ্যা কমিয়ে মৌচাকের সামনে ৪০ ওভারে ১৯৩ রানের টার্গেট স্থির করা হয়। এমতাবস্থায় মৌচাক ক্লাব শ্বাসরুদ্ধকর ভাবে ঠিক দুই বল বাকি থাকতে সাত উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। মৌচাকের সিদ্ধার্থ দেবনাথ বোলিংয়ের পাশাপাশি দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্সও নজর কেড়েছে। সিদ্ধার্থ ৮৯ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৭৯ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে দেয়। তাছাড়া, জয় চক্রবর্তীর ৩৮ রান উল্লেখযোগ্য। তবে অষ্টম উইকেটের জুটিতে নয়ন দেবনাথ ২৫ বলে খেলে দুটি করে বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৩৫ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে সিদ্ধার্থ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রোহিত সিংয়ের জয় সূচক গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রোহিত সিংয়ের গোল। খেলার ১৮ মিনিটের মাথায়। ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে দুর্দান্তভাবে কল্যাণ সমিতি জয়ে ফিরেছে। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে কল্যাণ সমিতি সুপার ফোর এর লক্ষ্যে নিজেদের অবস্থান আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘের সঙ্গে ড্র-য়ের পর লাগাতর তিন ম্যাচে সাফল্যের মধ্য দিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিকের পর কল্যাণ সমিতিকে পরপর দুটি ম্যাচে হেরে কিছুটা পিছিয়ে যেতে হয়েছিল। আজ, শুক্রবার একমাত্র গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়ে কল্যাণ সমিতির দুর্দান্ত কাম ব্যাক, তাদের শিবিরের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। খেলার ১৮ মিনিটের মাথায় কল্যাণ সমিতির রোহিত সিং একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে লিড এনে দেয়। পরবর্তী সময়ে গোল ব্যবধান বাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিকবার চেষ্টা করলেও কল্যাণ সমিতির জন্য তা হয়ে ওঠেনি। অপরদিকে টাউন ক্লাবের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনার কোন সুযোগ পায়নি। উপরন্তু খেলার দ্বিতীয়ার্ধে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি রক্তিম সাহা টাউন ক্লাবের সুকান্ত জমাকিয়া ও অপজিৎ ত্রিপুরা কে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা: রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম জুয়েলস এসোসিয়েশন, সন্ধ্যা ছয়টায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

সিনিয়র মহিলা স্টেট মিট ক্রিকেট সম্পন্ন সদর চ্যাম্পিয়ন, রানার্স শান্তির বাজার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিতভাবেই সদর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শান্তিরবাজার মহকুমা দল সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের স্টেট মিট আসরে। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। খেলা হয়েছে ধর্মনগরে। বৃষ্টির জন্য বেশ ক-দিন খেলা থেমে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে টুর্নামেন্ট পুনরায় শুরু করে আজ, শুক্রবার ফাইনাল ম্যাচে সদর মহকুমা দল ৫ উইকেট এর ব্যবধানে শান্তির বাজার কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করেছে। বিজিত শান্তিরবাজার পেয়েছে রানার্স আপ খেতাব।

ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সকাল পৌনে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে শান্তিরবাজার মহকুমা দল প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৫০ ওভারের খেলায় ৩৯.৫ ওভার খেলে ৯৬ রানে ইনিস শেষ করে। দলের পক্ষে সুপ্রিয়া দাস সর্বাধিক ২৫ রান পায়। এছাড়া, মেঘা সরকার ২৩ রান সংগ্রহ করেছেন। সদরের বোলার অন্বেষা দাস ১৭ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে শান্তির বাজারের ব্যাটিং লাইনআপ কে থামিয়ে দেয়। অন্নপূর্ণা দাসও দারুণ বোলিং করে তের রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সদর মহকুমা দলের মহিলা ক্রিকেটাররা ২৫.১ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে মৌচৈতি দেবনাথ সর্বাধিক ৩৩ রান সংগ্রহ করে দলের জয় ত্বরান্বিত করে দেয়। শান্তির বাজারের রেবিকা নোয়াতিয়া ১৪ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে অন্নপূর্ণা দাস প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটে ফের অঘটন কসমোপলিটন-কে থামিয়ে চলমান ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের অঘটন ক্লাব লীগ ক্রিকেটে। তবে তা সেমিফাইনাল পর্য্যায়ে এসে। চ্যাম্পিয়নের দাবিদার কসমোপলিটন ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে উন্নীত হয়েছে চলমান সংঘ। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। টিআইটি গ্রাউন্ডে আজ, শুক্রবার অপর সেমিফাইনালে চলমান সংঘ ৯৮ রানের ব্যবধানে কসমোপলিটন ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালে মৌচাকের মুখোমুখি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সকাল পৌনে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে চলমান সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ২২৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অধিনায়ক অর্কজিৎ পাল সর্বাধিক ৬৭ রান সংগ্রহ করে, ৭০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে।

এছাড়া, অভিক পালের অপরাজিত ৩৪ রান, অর্ঘ্যদীপ চৌধুরীর ৩২ রান, সুরজ গুরুং-এর ২৯ রান এবং তৃষাণ দেবের ২৩ রান উল্লেখযোগ্য। কসমোপলিটন ক্লাবের আনস ভাটনগর এবং সোম্রাংশু পাল দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

এছাড়া, দ্বীপ দেব, রিয়াদ হোসেন ও সৌভিক চক্রবর্তী পেয়েছে একটি করে উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব ৩৪.২ ওভার খেলে ১২৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। চলমান সংঘের শঙ্খনীল ও অভিক-এর বোলিং দাপটে কসমোপলিটনের ব্যাটার্সরা আজ তেমন ব্যাটে আস্ফালন দেখাতে পারেনি।

দীপ দেব সর্বাধিক ২২ রান সংগ্রহ করেছিল। সুরজিৎ দেববর্মা পেয়েছে ২০ রান। চলমানের শঙ্খনীল সেনগুপ্ত ১২ রানে চারটি এবং অভিক পাল ২৪ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া রাকেশ রুদ্র পাল ৪৬ রানে দুটি ও সুজিত ঋষি দাস একটি উইকেট পেয়েছিল। ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে অভিক পাল পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের কর্পোরেট টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। অন্যান্য বছরের মতো এবারও জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত কর্পোরেট টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে আগামীকাল (শনিবার) থেকে। সকাল দশটায় উদ্বোধনী ম্যাচ হবে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এবং আইএলএস এর মধ্যে। এ নিয়ে তৃতীয়বার। আগরতলার অনতি দূরে আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কর্পোরেট টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দু-দিন ব্যাপী আয়োজিত এই কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল পর্য্যায়ের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২৪ আগস্ট, রবিবার। আগামীকাল বেলা সাড়ে এগারোটায় দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে হ্যালোসিনেট খেলবে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (টিএসইসিএল) এর বিরুদ্ধে। বেলা একটায় তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক খেলবে ও এন জি সি এল- এর বিরুদ্ধে। বেলা আড়াইটায় চতুর্থ তথা অন্তিম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে টিএনজিসিএল ও ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রতিটি ম্যাচে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ-এর পুরস্কারের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন, রানার্স দল এবং টুর্নামেন্টে সেরা ব্যাটসম্যান, সেরা বোলার, সেরা ফিল্ডার, ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্ট সহ অন্যান্য পুরস্কারও প্রদান করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আধিকারিক এবং বিশিষ্ট অতিথিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। টুর্নামেন্ট সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সকল প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং ওয়েব মিডিয়া সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন আয়োজক জেআরসি-র সম্পাদক অভিষেক দে। উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সকল স্পন্সরর, পৃষ্ঠপোষক এবং শুভানুধ্যায়ীরাও দু-দিনের টুর্নামেন্ট চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থেকে খেলোয়ার ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করবেন বলে কথা রয়েছে। ২৪ আগস্ট, রবিবার বিকেল তিনটায় টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি এবং পদক তুলে দেয়া হবে।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে যুগাবসান, ৮৯ বছর বয়সে প্রয়াত প্রাক্তন অধিনায়ক ও কোচ বব সিম্পসন

প্রয়াত বব সিম্পসন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ও কোচ শনিবার সিডনিতে ৮৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব সিম্পসন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত দেশের হয়ে খেলেছেন তিনি। মোট ৬২টা টেস্টে ৪৬.৮১ গড়ে ৪,৮৬৯ রান করেছেন। উইকেট নিয়েছেন ৭১টা। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে তিনিই প্রথম পূর্ণ সময়ের কোচ।

১১ বছর খেলার পর ১৯৬৮ সালে তিনি ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। কিন্তু ন'বছর পর ১৯৭৭ সালে কেরি প্যাকারের ওয়ার্ল সিরিজ ক্রিকেট বিতর্কের সময় দেশের প্রয়োজনে তিনি অবসর ভেঙে আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে আসেন। তাঁকেই অধিনায়ক করা হয়। তাঁর ১০টা টেস্ট শতরানের সবগুলোই অধিনায়ক হিসেবে। একটা ত্রিশতরান এবং দুটো দ্বিশতরানও রয়েছে এই প্রাক্তন ওপেনারের।

১৯৮৬ সালে সিম্পসনকে আবার দরকার হয় অস্ট্রেলিয়ার। তার আগে দু'বছর কোনও টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি অসিরা। তৎকালীন অধিনায়ক অ্যালান বর্ডারের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া দলের ক্রিকেট সংস্কৃতি বদলে দিয়েছিলেন সিম্পসন। ডেভিড বুন, ডিন জোন্স, স্টিভ ওয়া, ক্রেগ ম্যাকডারমট, মার্ভ হিউজদের অস্ট্রেলিয়া দল ঘুরে দাঁড়ায়। ১৯৮৭ সালে ইডেনে প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায় বর্ডার-সিম্পসনের অস্ট্রেলিয়া।

সেই বছরই অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকও করা হয় সিম্পসনকে। মার্ক টেলর, ইয়ান হিলি, মার্ক ওয়া, জাস্টিন ল্যাঙ্গার, শেন ওয়ার্ন, ম্যাথু হেডেন, গ্লেন ম্যাকগ্রা, রিকি পন্টিংদের নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের সোনালি যুগের সূচনা হয় তখন থেকেই। কার্যত অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে সেই অস্ট্রেলিয়া দল।

১৯৮৯ সালে অ্যাসেজ পুনরুদ্ধার করে অস্ট্রেলিয়া, যা ২০০৫ সাল পর্যন্ত তাদের দখলে ছিল। ১৯৭৬ সালের পর ১৯৯৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম টেস্ট সিরিজে হারাতে সক্ষম হয় অস্ট্রেলিয়া। পরের বছর ১৯৯৬ সালে কোচের দায়িত্ব থেকে সরে যান সিম্পসন।

বিশ্বরেকর্ড ব্রাজিলের গোলরক্ষকের, পিটার শিলটনের কীর্তি টপকালেন ৪৪ বছরের ফ্যাবিয়ো

বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ব্রাজিলের গোলরক্ষক ফ্যাবিয়ো। ৪৪ বছরের খেলোয়াড় ভেঙে দিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন গোলরক্ষক পিটার শিলটনের নজির। ফ্লুমিনেন্সের গোলরক্ষক সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার নজির গড়েছেন।

মঙ্গলবার ফুটবলজীবনের ১৩৯১তম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন ফ্যাবিয়ো। পুরুষদের ফুটবলে একগুলো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার নজির বিশ্বে আর কারও নেই। শিলটনের নিজের হিসাব অনুযায়ী ১৩৮৭টা ম্যাচ তিনি খেলেছিলেন। যদিও গিনেস ওয়ার্ল রেকর্ডে তাঁর ম্যাচের সংখ্যা ১৩৯০ রয়েছে। ১৯৯৭ সালে পেশাদার ফুটবলে অভিষেক হয় ফ্যাবিয়োর। সে বছরই অবসর নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন গোলরক্ষক। নজির গড়ার এই ম্যাচে গোল হজম করতে হয়নি তাঁকে। তাঁর দল ফ্লুমিনেন্স মারাকানা স্টেডিয়ামে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে কলম্বিয়ার আমেরিকা ডি ক্যালিকে। ফ্যাবিয়োর নজির গড়ার দাবি অবশ্য করেছে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যমগুলো। ফিফা এখনও সরকারি ভাবে তাঁর নজির নিশ্চিত করেনি। এ বার ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ফ্লুমিনেন্সকে তোলার নেপথ্যেও ফ্যাবিয়োর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

ব্রাজিলের বাইরে কখনও খেলতে যাননি ফ্যাবিয়ো। নজির গড়ে উচ্ছ্বসিত গোলরক্ষক বলেছেন "অনেক সময় আমরা এই ধরনের নজিরের গুরুত্ব বুঝতে পারি না।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:07/EE/PWD(R&B)/AMB/2025-26Dt. 18-08-2025

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate /-item rate e-tender in single bid/ two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES / CPWD/Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (inRs.)	EARNEST MONEY (inRs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIT No.: 29/DNIT/SE-V/AMB/2025-26	Rs. 1,45,38,749.00	Rs. 2,90,775.00	180 (One hundred Eighty) Days
2.	DNIT No.: 30/DNIT/SE-V/AMB/2025-26	Rs. 64,50,445.00	Rs. 1,29,009.00	180 (One hundred Eighty) Days
3.	DNIT No.: 31/DNIT/SE-V/AMB/2025-26	Rs. 36,71,659.00	Rs. 73,433.00	180 (One hundred Eighty) Days

Date of publishing of bid: Date 18/08/2025
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 25/08/2025
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 25/08/2025
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; Appropriate Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C 1979/25

(Er. BhriguDebbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai Tripura

NOTICE INVITING TEN
PNIET No.: 21/EE/UDP-DIVN/UDP/2025-26, Dated. 20.08.2025

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bids system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	DNIT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date & time for document downloading & bidding	Time & Date of opening of Bid
1	51/EE/PWD/UDP/B/2025-26	Rs. 4,09,270.18	Rs. 8,185.00	30 Days	Up to 03.00 PM on 27.08.2025	At 04.00 PM on 27.08.2025, if Possible.

All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http://tripuratenders.gov.in.
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/1974/25

(Er. H. Majumder)
Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division Gomati District, Tripura.

PNIT NO: 19/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dated-21/08/2025

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Amarpur Division, Government of Tripura invites item wise e-tender for procurement of the following stores from the eligible bidders in PWD form-8 Up to 28/08/2025 upto 15.00 Hours for the following work:

Sl. No.	NAME OF THE ITEM	EARNEST MONEY & BID FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Procurement Steel Fabrication at various worksites under Amarpur/ Ompi/ Karbook and Silachari R D Block area under Gomati District, Tripura (3rd Call). DNIT No. - 14/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dt-21/08/2025	EMD: RS. 25,000.00 BID FEE: RS. 1,000.00 (Non refundable)	28/08/2025 upto 15.00 Hours	28/08/2025 At 15:30 Hours	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Procurement and supply of hardware items at various worksites under Amarpur/ Ompi/ Karbook/ Silachari RD Block under Gomati District, Tripura (3rd Call). DNIT No. - 15/eDNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2025-26, Dt-21/08/2025	EMD: RS. 25,000.00 BID FEE: RS. 1,000.00 (Non refundable)	28/08/2025 upto 15.00 Hours	28/08/2025 At 15:30 Hours		

ICA/C-1971/25

(Er. Md. Abul Hossain)
Executive Engineer RD Amarpur
Division Amarpur, Gomati Dist., Tripura

Notice inviting e- tender
PNIe-T-16/EE/RD/BSGD/SPJ/2025-26/ dt. 20/08/2025

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 03/09/2025 for Vertical extension of Dayarampara PHC along with Ramp, Jampuijala RD Block, under Sepahijala District during the F.Y. 2025-26 (PWD SOR 2023).
website Eligible bidders shall participate in bidding only in online through through https://tripuratenders.gov.in. Pre-Bid Conference Date: 27.08.2025 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.
ICA/C/1968/25

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26
Dt. 18-08-2025

The Executive Engineer, Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD (R & B), Gakulnagar, Sepahijala District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD or CPWD / MES / Railway [Eligibility criteria as per SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria] for the following work:

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 34/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,19,630.00	48,393.00	120 (One Hundred Twenty) days
2.	DNIeT No: 35/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,17,325.00	48,347.00	120 (One Hundred Twenty) days
3.	DNIeT No: 36/R/DNIeT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26	24,22,968.00	48,459.00	120 (One Hundred Twenty) days

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 25-08-2025
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 25-08-2025
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; APPROPRIATE Class ·
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C 1962/25

(Er. R. Ghosh)
Executive Engineer Bishalgarh Division,
PWD (R & B) Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

Agartala Municipal Corporation
AGARTALA, WEST TRIPURA
Press Notice Inviting e-Tender

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation: Tripura On behalf of The Hon'ble Mayor, AMC, invites item rate e-tender in single bid System for the Following Work:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document Downloading and Bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/23/2025-26	18,90,000.00	37,800.00	15(Fifteen) days	Date : 28/08/2025 Time : 15:00 Hrs

For more Details kindly visit : https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activites should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/
Executive Engineer,
Electrical Division
Agartala Municipal Corporation

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭''র লক্ষ্য সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও সুস্বাস্থ্য সম্মত ভবিষ্যত নিশ্চিতকরণ: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট।। বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭ এর লক্ষ্য সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও সুস্বাস্থ্য সম্মত ভবিষ্যত নিশ্চিতকরণ। আর এই সময়ের মধ্যে বিকশিত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্যকে শক্তিশালী অর্থনীতিতে পরিণত করতে হবে। নীতি আয়োগের প্রকাশিত সূচকে টপ পারফর্মিং স্টেট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ত্রিপুরা। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭ ভিশন ডকুমেন্ট প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭ ভিশন ডকুমেন্ট নিয়ে আমরা সচিবালয়ে আলোচনায় বসেছি। সেখানে মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে করে সমস্ত আধিকারিকগণ ছিলেন। সেই বৈঠকে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছিল। এরপর যাবতীয় পর্য্যালোচনার পর বিকশিত ত্রিপুরা ডকুমেন্ট তৈরি হয়েছে। বিকশিত ত্রিপুরা গঠনের খসড়া তৈরিতেও সামনের সারিতে এগিয়ে রয়েছে আমাদের রাজ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দৃঢ়তার সঙ্গে ২০৪৭ এর মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার কথা বলেছেন। বিভিন্ন প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে সবদিক দিয়ে উন্নত ও বিকশিত হওয়ার জন্য গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। কারণ সবগুলি রাজ্য বিকশিত না হলে বিকশিত ভারত গড়ে তোলা সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর একটা নির্দিষ্ট নির্দেশিকা, রোডম্যাপ, টাইমলাইন ইত্যাদি মাথায় রেখে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর সেই দিশায় কাজ করছে রাজ্য সরকারও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আত্মনির্ভরতা ও উদ্ভাবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে ভোক্যাল ফর লোক্যাল এ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে নাগরিক ক্ষমতায়নে বিশেষ জোর দিয়েছেন। সেই লক্ষ্যে সমস্ত মানুষের চিন্তাভাবনা নিয়ে আমাদের রাজ্যকে স্বশক্তকরণ করতে হবে। এতে রাজ্য মজবুত ও শক্তিশালী হবে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পরিবর্তন হয়েছে। এই অঞ্চলের উন্নয়নে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি গ্রহণ করেছেন তিনি। আর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত দিশায় সবদিকে এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করছে রাজ্য সরকার। আগের তুলনায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে রাজ্যে। ডিজিটাল ত্রিপুরার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। বাইরে থেকেও এখন বিনিয়োগকারীরা ত্রিপুরায় আসছেন। ত্রিপুরায় বাঁশ, রাবার, বনজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে এমএসএমই''র মাধ্যমে বহু শিল্পের কাজ হচ্ছে। এতে রাজ্যের অনেক ছেলেমেয়ে জীবন জীবিকার সুযোগ পাচ্ছে। রাজ্যে গুড গভর্নেন্স (সুশাসন) এর অফিস খোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরগুলির কাজকর্মে নজর রাখা হয়। ২০২৩ - ২৪ এ রাজ্যে জিএসডিপি ১৪.২১ বৃদ্ধি হয়েছে। জিএসডিপি ও মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পঞ্চায়েত এডভান্সমেন্ট ইনডেক্স (পিএআই ২.০) এ ত্রিপুরা ১০০ পঞ্চায়েত সফলভাবে গ্রামসভা সম্পন্ন করেছে। বিভিন্ন প্যারামিটারে প্রশংসিত ও সম্মান অর্জন করছে ত্রিপুরা। কিছুদিন আগে দেশের পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে ত্রিপুরা। প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দিশায় ত্রিপুরায় ১,০৮,২৮১ জন মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন। জুলাই মাস পর্যন্ত স্বচ্ছতার মাধ্যমে ডাই ইন হারনেস সহ ১৯,৭৪২ জনকে সরকারি চাকরি দিয়েছে বর্তমান সরকার। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। সৌরশক্তির ব্যবহারও বাড়ছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা ৩ শতাংশ থেকে ৮৬ শতাংশের অধিক পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার। আগামী বছরের মধ্যে ১০০ শতাংশ বাড়িঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্যে ক্যাবিনেট থেকে শুরু করে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত পর্যন্ত ই অফিস প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এতে রাজ্যের ১,২৭১টি পঞ্চায়েত, ৫৮টি ব্লক, ২৩টি মহকুমা, ৮টি জেলা ও সমস্ত দপ্তরে ই অফিস চালু হয়েছে। এর পাশাপাশি শিল্পের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বেশকিছু স্কিম ও পলিসি করেছে। উন্নত ত্রিপুরা ও শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সবাই মিলে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায়, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, নীতি আয়োগের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর রাজীব সেন, পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং সহ অন্যান্য দপ্তরের সচিব ও পদস্থ আধিকারিকগণ।

২০ লক্ষ ৬৩ হাজার ১০০ টাকা নগদ সহ আটক দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ আগস্ট: কৈলাসহরে বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ চিনিবাগান নাকা পয়েন্টে বিশেষ তল্লাশি চালিয়ে একটি গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। উনকোটি জেলার কৈলাসহরে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ চিনিবাগান নাকা পয়েন্টে বিশেষ তল্লাশিতে একটি কালো রঙের মারুতি সুজুকি এসপ্রেসো গাড়ি (নম্বর টিআর-০৫-ই-০৬৫৪) থেকে উদ্ধার হয় ২০ লক্ষ ৬৩ হাজার ১০০ টাকা। ঘটনাস্থলেই আটক করা হয় দুই যুবককে। তারা হলসৌরভ সিনহা (২২) ও অর্পণ নন্দী (৩২)। দু'জনেরই বাড়ি দামছড়া এলাকায়।

কৈলাশহর থানার ওসি তাপস মালাকার বলেন, "গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালানো হয়। গাড়ি থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।" উদ্ধারকৃত অর্থ ডিসিএম রাজিব দত্তের উপস্থিতিতে ইলেকট্রনিক মেশিনে গুনে থানায় জমা রাখা হয়েছে। ঘটনায় গোটা মহকুমাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যুৎ -র সংস্পর্শে এসে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ আগস্ট: শান্তিরবাজার মহকুমার গার্ধাং অশ্বীনি ত্রিপুরা পাড়ায় বিদ্যুৎ এর সংস্পর্শে এসে লক্ষন ত্রিপুরা (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃত পরিবারের লোকজনের অভিযোগ এলাকার যাতায়াতের রাস্তা সঠিক না থাকার কারনে সঠিক সময় দমকল কর্মীরা না আসতে পারায় লক্ষন ত্রিপুরার মৃত্যু হয়।

উনার পরিবারের লোকজন জানান এই এলাকায় ৫ পরিবারের ২০ জন ভোটার বসবাস করে। একটি জমির সরু রাস্তা দিয়ে এলাকার লোকজনেরা যাতায়াত করে। এই এলাকায় গাড়ী প্রবেশ করেনা। বর্ষাকালে জমি দিয়ে যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়। লক্ষন ত্রিপুরা আজকের দিনে বিদ্যুৎতের সংস্পর্শে আসার পর অনেকগুলি গাড়ীকে ফোন করা হয়। সময় মতো গাড়ী না আসাতে ফোন করা হয় শান্তিরবাজার দমকলবাহিনীর কর্মীদের। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ ফোন করার দীর্ঘ ৩০ মিনিট পর দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। আজকের দিনে দমকল বাহিনীর কর্মীরা সঠিক সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বা রাস্তা সঠিকভাবে থাকলে লক্ষন ত্রিপুরার মৃত্যু হতোনা বলেই দাবি পরিবারের। সঠিক সময় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করলে লক্ষন ত্রিপুরা প্রানে বেঁচে যেতো বলে জানান পরিবারের লোকজনেরা।

পরিবারের লোকজনের অভিযোগ এই রাস্তা ঠিক করার জন্য স্থানীয় নেতৃত্ব, প্রধান, মেম্বারদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুইহয়নি। রাস্তা খারাপ হবার কারনে তিন সন্তান তাদের পিতাকে হারিয়েছে। এক গৃহবধূ উনার স্বামীকে হারিয়েছন। এখন দেখার বিষয় লক্ষন ত্রিপুরার মৃত্যুর পর গ্রামের নেতৃত্বদের কোনোপ্রকার অনুশোচনা হয়কিনা। মঙ্গলবার শান্তির বাজার জেলহাসপাতাল থেকে লক্ষন ত্রিপুরার মৃতদেহ ময়নাতদন্তেরপর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। লক্ষন ত্রিপুরার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকাজুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রবীণ সাংবাদিক অভিষার শর্মার বিরুদ্ধে এফআইআর প্রত্যাহারের দাবি প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট : প্রবীণ সাংবাদিক অভিষার শর্মার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রত্যাহারের দাবি জানাল প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা এবং জাতীয় ঐক্যের জন্য হুমকি তৈরির অভিযোগে অভিষার শর্মার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহসহ ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রেস ক্লাবের মতে, এই পদক্ষেপ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর সরাসরি আঘাত।

প্রেস ক্লাব আরও জানায়, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য ওয়্যার-এর সম্পাদক সিদ্ধার্থ বরদারাজন এবং করণ থাপারের বিরুদ্ধে আসাম পুলিশের করা একই ধরনের এফআইআর থেকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দিয়েছে। অথচ সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য করে অভিষার শর্মার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে আসাম পুলিশ। প্রেস ক্লাবের অভিযোগ, আসাম পুলিশের এই পদক্ষেপ অসহিষ্ণুতা এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করছে।

অন্যদিকে, প্রেস ক্লাব আরেকটি ঘটনারও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে ইউটিউব কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই প্রবীণ সাংবাদিক ও এডিটর্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়ার সচিব রুবেন ব্যানার্জির ওড়িয়া ভাষার ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করে দেয়। চ্যানেলটি মূলত সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করত। ইউটিউব কর্তৃপক্ষ অভিযোগ তোলে যে, চ্যানেলটি তাদের নীতির পরিপন্থী কাজ করছে। রুবেন ব্যানার্জি একাধিকবার আপিল করলেও ইউটিউব তা প্রত্যাখ্যান করে এবং কোনও ব্যাখ্যা না দিয়েই চ্যানেলটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রাখে।

প্রেস ক্লাবের মতে, অভিষার শর্মা ও রুবেন ব্যানার্জির এই দুটি ঘটনা সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধের সুস্পষ্ট উদাহরণ। সংগঠনের দাবি, সাংবাদিকদের উপর এ ধরনের একের পর এক আক্রমণ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য গভীর হুমকি তৈরি করছে।

প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি গৌতম লাহিড়ী এবং সাধারণ সম্পাদক নীরজ ঠাকুর এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন — "আমরা এই ধরনের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বস্তরের সাংবাদিক সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ে শামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।"

গোমতী নদীতে ড্রেজিং : ৬ কিমি নৌপথে কাজ সমাপ্ত, বাকি আরও ৪৮ কিমি, প্রকল্পের সময়সীমা পুনর্ণবিকরণের তোড়জোড়

আগরতলা, ২২ আগস্ট : ত্রিপুরাকে বাংলাদেশের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপথে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে গোমতী নদীতে দীর্ঘ ৬ কিমি নৌপথে ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। আরও ৪৮ কিমি নৌপথে ড্রেজিং-র কাজ বাকি রয়েছে। এক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের পুনর্ণবিকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সেই মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় অভ্যন্তরীণ নৌপথ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের গোমতী নদীতে ড্রেজিং-র কাজের খোঁজ নেওয়ার পর এই তথ উঠে এসেছে।

প্রসঙ্গত, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নতুন পথ খোলার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সময়ে অনুমোদিত হয়েছিল। এই রুটটি ত্রিপুরাকে বিশ্বের অভ্যন্তরীণ নৌপথ সংযোগের মানচিত্রে স্থাপন করতে সহায়ক হবে। তাতে, এই রাজ্য প্রথমে বাংলাদেশের সঙ্গে এবং পরবর্তীতে কলকাতার সঙ্গে নৌপথে সংযুক্ত হবে। অভ্যন্তরীণ নৌপথ পরিবহণ সম্ভব করতে যে পরিকাঠামো উন্নয়ন চলছে তা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গোমতী নদীতে ড্রেজিং গত জানুয়ারিতে শুরু হয়েছে। বর্তমানে মহারাণী এলাকা থেকে ড্রেজিং হচ্ছে। এটি ধিরে ধিরে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া পর্যন্ত করা হবে। কারণ ওই এলাকা দিয়েই সীমান্তবর্তী নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ড্রেজিং প্রকল্পের জন্য ১৯.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আশা করা হচ্ছিল, পুরো কাজ এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। নদী রুটটি বাংলাদেশে দাউদকান্দি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। কিন্তু, নানাহ কারণে ওই কাজ শেষ হতে অতিরিক্ত সময় লাগবে।

এই নদী রুটটি ২০২০ সালে ইন্দো-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ড্রেজিং শেষ হলে, ছোট জাহাজগুলি ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ এবং কলকাতার মধ্যে চলাচল করতে পারবে। পরিবহণ খরচ অনেকটাই কমে যাবে এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য এটি একটি লাভজনক প্রকল্প হবে। এদিকে, গোমতী নদীতে ড্রেজিং সম্পূর্ণ হলে বন্যা মোকাবিলা এবং সেচ ব্যবস্থায় যথেষ্ঠ উপকার হবে, এমনটাই আশাবাদী ত্রিপুরা সরকার।

গোমতী নদীতে ড্রেজিং-র কাজের পরিদর্শনে এসেছিল কেন্দ্রীয় অভ্যন্তরীণ নৌপথ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনার, উদয়পুর মহকুমা শাসক, পর্যটন, পরিবহন এবং পানীয় জল স্বাস্থ্যবিধান দফতরের বিভিন্ন আধিকারিকগণ।

পরিবহন দফতরের চিফ মোটর ভেহিক্যাল ইন্সপেক্টর দিবাকর দাস জানিয়েছেন, গত জানুয়ারী থেকে গোমতী নদীতে একটি যন্ত্রের সাহায্যে ড্রেজিং-র কাজ হয়েছে। ফলে, যথা সময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই, আরো দুইটি যন্ত্রের সাহায্যে প্রকল্পের পুরো কাজটি সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ওই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কাজ অসমাপ্ত থাকবে, তাই প্রকল্পের সময়সীমা পুনর্ণবিকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। নয়তো, বরাদ্দ অর্থ ব্যবহার সম্ভব হবে না।

দিবাকর বাবু জানিয়েছেন, প্রকল্পের সময়সীমা পুনর্ণবিকরণের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় অভ্যন্তরীণ নৌপথ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল গোমতী পাড়ে আরও কি ধরণের উন্নয়ন কার্য্য সম্পাদন করা যাবে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট দিল্লির কাছে দেবে।

মামলার ২৯ দিন পর আটক পলাতক অভিযুক্ত

আগরতলা, ২২ আগস্ট: মামলার ২৯ দিন পর আটক মধ্য বক্সনগরের পলাতক অভিযুক্ত সোহেল মিয়া। তার বিরুদ্ধে বিশ্রামগঞ্জ থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু রয়েছে।

২৯ দিন পর গ্রেপ্তার এনডিপিএস মামলায় পলাতক অভিযুক্ত কলমচৌড়া থানাধীন মধ্য বক্সনগর এলাকার সোহেল মিয়া(৪১), তার পিতার নাম মৃত আমির হোসেন। তার নামে গত ২৩ জুলাই বিশ্রামগঞ্জ থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা হয়েছিলো। মামলার নম্বর ১৩/২০২৫।

গোপন সূত্রে বুধবার গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ তাকে মধ্য বক্সনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে এবং ৩ দিনের পুলিশ রিমান্ডে তাকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করা হয় বলে শুক্রবার দুপুরে সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা।

উল্লেখ্য গত মাসের ২৩ জুলাই গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত সুতারমুড়া গগন ঠাকুরপাড়া এলাকা থেকে টিআর০৭ত্তসি ত্ত০৩৫৯ নম্বরের একটি মারুতি গাড়ি আটক করে পুলিশ সেই গাড়ি থেকে ১২০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। তারপর থেকেই পলাতক ছিলো অভিযুক্ত সোহেল মিয়া।

স্ট্রেংদেনিং সাব ন্যাশনাল এস.ডি.জি. মনিটরিং কর্মশালার উদ্বোধন করলেন পরিসংখ্যানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন মন্ত্রকের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকার ও ইউ.এন.ডি.পি.-র সহযোগিতায় আজ গীতাঞ্জলি গেস্ট হাউজে ''স্ট্রেংদেনিং সাব ন্যাশনাল এস.ডি.জি. মনিটরিং'' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

শুক্রবার আসাম রাইফেলসের জওয়ানদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন রাজ্যপাল।

২০২৮ -২৯ সালের মধ্যে

আলু বীজে স্বনির্ভরতরা লক্ষ্য ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর রাজ্যের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে একের পর এক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো রাজ্যে ম্যাঙ্গোস্টিন, রামবুটান এবং অ্যাভোকাডো চাষ শুরু হয়েছে।

নাগিছড়ার উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে এই বিশেষ ফলগুলির চাষ শুরু হয়েছে, আজ নাগিছড়ার হর্টিকালচার রিসার্চ সেন্টার পরিদর্শন শেষে একথা জানান মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি বলেন, ম্যাঙ্গোস্টিন অত্যন্ত দামী ফল। অ্যাভোকাডো আবার ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী। আগে এই ফলগুলি আমাদের রাজ্যে চাষ করা হতো না। এখন আমরা শুরু করেছি। কর্ণাটক থেকে দুটি মেংগোস্টিনের চারা এনে রোপণ করা হয়েছে। পাশাপাশি রামবুটানের লাল ও হলুদ জাতও চাষ হচ্ছে। কিউই, ব্লুবেরি ও ব্ল্যাকবেরি চাষেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নাগিচড়ায় সফলভাবে উৎপাদন হলে কৃষকদের এগুলি চাষে উৎসাহিত করা হবে।"

মন্ত্রী আরও জানান, বর্তমানে ৪৬ হেক্টর জমিতে অ্যাভোকাডো চাষ করা হচ্ছে। এছাড়া আলু উৎপাদনেও রাজ্য সরকার বড় লক্ষ্য স্থির করেছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় ২৩,৭৪৬ জন কৃষক মোট ৭,৬২২ হেক্টর জমিতে আলু চাষ করেন।

মন্ত্রী বলেন আগে কৃষকদের আলু বীজ কিনতে হত মহারাজগঞ্জ বাজার, পশ্চিমবঙ্গ ও পঞ্জাব থেকে। উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রে 'টু পটেটো সিড' থাকলেও তার দাম বেশি। তাই ২০২৩—২৪ সালে নতুন প্রক্রিয়ায় আলু চাষ শুরু করা হয়েছে। ২০২৪—২৫ সালে ৪১০ জন কৃষককে ১২৮ কানি জমির জন্য বীজ দেওয়া হয়েছে। এবার ২,০৮৭ কানি জমির জন্য বীজ দেওয়া হবে, যার মধ্যে ২৫০ কানি জমিতে অর্গানিক আলু চাষ হবে। আমাদের লক্ষ্য ২০২৮---২৯ সালের মধ্যে আলু বীজ উৎপাদনে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হওয়া।"

এছাড়া জামপুই পাহাড়ে সুপারি চাষিদের ক্ষতি পূরণের জন্য ৪০টি ব্যাটারি চালিত স্প্রে মেশিন, কীটনাশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে বলেও কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, এআরসি পদ্ধতিতে আলু চাষে এখন সংযোজিত হয়েছে ত্রিপুরা অর্গানিক এবং ত্রিপুরা স্টেট ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি। এর ফলে ২০২৫—২০২৬ সালে ত্রিপুরার প্রায় অর্ধেক আলু চাষিকে আওতায় আনা হবে। ত্রিপুরায় মোট আলু চাষির সংখ্যা ২৩,৭৪৬। টিস্যু কালচার থেকে উৎপন্ন আলুর চারা ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে। এই বছরে প্রায় ২,৫১২ কানি এলাকায় এআরসি পদ্ধতিতে আলু চাষ করা হবে।

পোস্ট মাস্টারের বিরুদ্ধে আমানতকারীদের জমানো লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২২ আগস্ট: কমলপুরের বাঘাইছড়ি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার জেবী দেববর্মার বিরুদ্ধে আমানতকারীদের জমানো লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করার অভিযোগ উঠল। তার বাড়ি কুমারঘাটের রাজকান্দির গঙ্গানগর গ্রামে। বাঘাইছড়ি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার জেবী দেববর্মা ওই এলাকার সাতশো আমানতকারীদের জমানো লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে অভিযোগ করে কমলপুর সাব ডিভিশন পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার নকুল বিশ্বাসের নিকট লিখিত অভিযোগ করেন। পরবর্তীতে কমলপুর থানায় বাঘাইছড়ি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার জেবী দেববর্মার বিরুদ্ধে কমলপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। বাঘাইছড়ি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার জেবী দেববর্মার বিরুদ্ধে আমানতকারীদের জমানো লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করে গা ঢাকা দেওয়ার অভিযোগ স্বীকার করেন কমলপুর সাব পোস্ট মাস্টার নকুল বিশ্বাস। বাঘাইছড়ি ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার জেবি দেববর্মার বিরুদ্ধে আমানতকারীদের লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ করে আমানতকারী সঞ্জিত দেববর্মা জানান।

ধলাই জেলায় 'আমরা বাঙালী' কমিটির জেলা কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ আগস্ট: আজ ধলাই জেলায় 'আমরা বাঙালী' কমিটির উদ্যোগে জেলা কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল, দুলাল ঘোষ, অশোক কুমার দাস, বিপ্লব দাস, বিদিত দেবনাথ, প্রেমতোষ দেব সহ ধলাই জেলার বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধি। জেলা সম্মেলনের পর আমবাসা বাজারে এক বাজার সভারও আয়োজন করা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল অভিযোগ করেন,"ভারতের ভূমিপুত্র ও স্বাধীনতার রূপকার বাঙালী জাতি আজ ত্রিপুরা সহ গোটা দেশজুড়ে গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। এই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল দেশভাগের সময় থেকেই। ত্রিপুরায় বামেরা ক্ষমতায় আসার পর নিজেদের ভোটব্যাংক রক্ষায় মিথ্যা প্রচার চালায় বাঙালীরা নাকি বিদেশি, উদ্বাস্তু ও উপজাতি শোষক। এর ফলে আদিবাসীদের বাঙালীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। ভারতভুক্তির পর থেকেই শুরু হয় বাঙাল খেদা আন্দোলন, যার চরম রূপ ছিল ১৯৮০ সালের জুন মাসে বাঙালী গণহত্যা।"

তিনি দাবি করেন, এই গণহত্যায় হাজার হাজার বাঙালী খুন হয়, শত শত মা-বোনের ইজ্জত লুট হয়, অসংখ্য ঘরবাড়ি-দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এর পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর মন্তব্যে (উপজাতিদের ঘরে জন্মালে তিনিও উগ্রপন্থী হতেন, বাঙালীরা মশা, এদের জন্য মশারি দরকার) গণহত্যার পেছনে কারা দায়ী তা পরিষ্কার হয়ে যায়। আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানালেও বাম নেতৃত্ব জানিয়ে দেয় ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত তদন্ত হবে না।

গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল আরও বলেন, "১৯৮০ সালের ৬ই জুনের সেই অভিশপ্ত কালো দিনকে আমরা প্রতি বছর স্মরণ করি এবং নিহতদের আত্মার শান্তির জন্য বিচার দাবি জানিয়ে আসছি। অথচ আজও বাঙালী জাতি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। উল্টে যারা হাজার হাজার বাঙালীকে খুন করেছে তাদেরকে আত্মসমর্পণের নাটক দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা ও চাকরি দেওয়া হয়েছে। আর যেসব বাঙালী ভূমিহীন ও নিঃস্ব হয়েছে তারা আজও সহায়তা থেকে বঞ্চিত।"

তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমানে রাজ্যের প্রায় ৭৫ শতাংশ ভূমি জনজাতিদের দখলে এবং অধিকাংশ প্রশাসনিক পদও তাঁদের হাতে। এডিসির জন্য প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও তাতেও বঞ্চিত করছে বাঙালীদের। অথচ দেশভাগের সময় উপজাতিদের শিক্ষা-চাকরির অবস্থা ছিল অত্যন্ত সীমিত, পরে বাঙালীদের সংস্পর্শে এসে উন্নতি করেছে। কিন্তু এখন উল্টে বাঙালীদের প্রতি বিদ্বেষ বাড়ানো হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের শরিক তিপ্রা মথা দলের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন তিনি। অভিযোগ করেন, এ দলের নেতৃত্ব প্রতিদিনই বাঙালীদের অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি বলে আন্দোলন করছে। এমনকি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মার বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, "বাঙালীদের পিটিয়ে চামড়া তুলে সীমান্তে ফেলে দিতে হবে"এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে রাজ্যে যেকোনো সময় ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। অথচ সব রাজনৈতিক দল ভোটের জন্য নীরব।"

পরবর্তী বক্তা দুলাল ঘোষ বলেন, "বাঙালীদের উপর আক্রমণ শুধু ত্রিপুরায় সীমাবদ্ধ নয়। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে পরিযায়ী বাঙালী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা আখ্যা দিয়ে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। বৈধ কাগজপত্র দেখিয়েও তাঁদের পুশব্যাক করা হচ্ছে। আসামে বাঙালীদের পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর।"

তিনি আরও যোগ করেন, বর্তমানে উড়িষ্যা, গুজরাট, রাজস্থান, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্যে একই অবস্থা চলছে। ভাষাগত অবমাননার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষার মর্য্যাদা পেলেও বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেছেন বাংলা কোনো ভাষাই নয়। দিল্লি পুলিশ বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে মন্তব্য করে বাঙালী জাতির অপমান করেছে।

দুলাল ঘোষের কথায়, "আজ বাঙালী হিন্দুরাও সর্বত্র মার খাচ্ছে। তাই ঐক্যবদ্ধ না হলে জাতিকে রক্ষা করা যাবে না। কোনো দলই বাঙালীর পাশে নেই। তাই জাতির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে হলে 'আমরা বাঙালী' দলের আন্দোলনকে মজবুত করতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।"

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas